www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২ চৈত্র– ৮ চৈত্র, ১৪২৪ ঃ ১৭ মার্চ – ২৩ মার্চ, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 21, 17 March - 23 March, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নগরোন্নয়নের কর্মযজ্ঞের

সার্থক রূপায়ণে অনলস ভাবে মা–মাটি–মানুষের সার্থে কাজ করে চলেছে

কুলতলি গোপালগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েত

কেন্দ্র, রাজ্য ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে আই.এস.জি. পি. অনুদান প্রাপ্তিতে রাস্তা ঘাট, পানীয় জল টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে গোপালগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতকে নতুন রূপ দিতে বদ্ধপরিকর

গোপাল মাঝি
কুলতলি ব্লক সভাপতি
তৃণমুল কংগ্রেস

বিমল সরদার
প্রধান
গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত
তৃণমুল কংগ্রেস
কুলতলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সুধর চন্দ্র হালদার
গোপালগঞ্জ অঞ্চল সভাপতি
তৃণমুল কংগ্রেস

অরুণ নাড়ুয়া
গোপালগঞ্জ অঞ্চল সম্পাদক
তৃণমুল কংগ্রেস

ফের তেড়েফুঁড়ে ওঠার চেষ্টা অর্থবাজারের, স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞরা

পার্থসারথি গুহ

বেশ কিছুদিন ঝিমিয়ে থাকার পর নতুন সপ্তাহের একেবারে শুরুতেই তেড়েফুঁড়ে উঠল সূচক। যার জেরে নিফটি মাত্র একদিনে প্রায় ২০০ পয়েন্ট বাড়ল। আর তার যোগ্য সহোদর সেনসেক্সও ৬০০ পয়েন্টের মতো বৃদ্ধি পেল। সবথেকে বড় কথা গত ২ মাস ধরে ভারতের বাজারে বড় আকারের কারেকশন চলার পর এই প্রথম এত বড় আকারে বাড়তে দেখা গেল সূচককে। যদিও এখনই কারেকশন ইজ ওভার বা বিপদ কেটে গেছে বলতে নারাজ শেয়ার বিশারদরা। তাঁদের বক্তব্য, বাজার যে কারেকশনের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে তা জানান দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, তা ধরা পড়বে বিভিন্ন টেকনিক্যাল র‌্যাডারে। এটা ঠিক টানা পড়তে থাকা বাজারে যে গুমোট ভাব তৈরি হয়েছিল তা কাটাতেই হয়তো ছোটখাটো একটা কালবৈশাখী বয়ে গেল সূচকের ওপর দিয়ে। তার মানে এই নয় যে এখনই উর্দ্ধবাহু হয়ে নাচতে হবে। বরং অপেক্ষা করতে হবে আগামী বেশ কিছুদিনের ট্রেডিংয়ের ওপর। যদি দেখা যায় টানা কয়েকদিন বাজার তার ইতিবাচক অবস্থান

অর্থনীতি

বজায় রেখেছে তাহলে অতি অবশ্যই নতুন করে পজিশন নিতে হবে। যদিও এখনও বাজারের অস্থিরতা পুরোপুরি কাটতে অনেকটাই সময় নেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই তাঁদের পরামর্শ ঠিকঠাক দাম পেলে লাভের ফসল অবশ্যই তুলে নিতে হবে। তবে গিয়ে এখনকার পরিস্থিতিতে লেনদেনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে।

এখানে অবশ্য অন্য একটা কথাও আছে যা সর্বাগ্রে বিচার করতে হবে। সেটা হল নিফটি–সেনসেক্সের এই ফাটাফাটি ইনিংসে সাময়িক বিরতি কিন্তু সূচক জোরকে শক্তিশালী করে তুলল। এতে

যেমন নতুন অর্থ বাজারে এল, ঠিক তেমনই রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকা অনেক প্লেয়ারও নতুন করে মাঠে নামল। সত্যিকারের যতি চিহ্ন পড়তে আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই বাজার কিন্তু রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল। যা প্রকাশ পাচ্ছিল স্ক্রিনে অন্তর্ভুক্ত বহু শেয়ারের তলানিতে ঠেকা দামের মাধ্যমে। তাই সাধু সাবধানের মতো বলতে হচ্ছে সতর্কতা আবশ্যিক। কারেকশনের যতটা পারবেন কেনার মাত্রা কমিয়ে দেবেন। হাতের শেয়ারে যদি কেনা দামের ওপরে থাকে তবে তা বেচে একবার মুনাফা ঘরে তুলে নিতে পারেন। মনে রাখবেন, এই যে দাম দেখছেন তা আপেক্ষিক। ফের নিচের দামে নাগালের মধ্যে এসে যাবে অনেক শেয়ারই। তখন মনের যাবতীয় সাধ মিটিয়ে কেনাকাটা করবেন।

মুশকিলটা কী অনেকে মনে করেন, অমুক শেয়ারের দাম এত হয়ে গিয়েছে বা তমুক শেয়ার এতটা বেড়ে গিয়েছে, সুতরাং ঝাঁপিয়ে কিনতে হবে এবার। না হলে বোধহয় আর কোনও দিন আগের দামে ফেরত আসবে না উক্ত শেয়ার। এঁদের ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ বারংবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শেয়ার বাজার। আসল কথা হল ধৈর্য্যের ভীষণ অভাব। এর ফলেই তাড়াহুড়ো করে অনেকেই ওপরের দামে শেয়ার কিনে ফেলেন। আবার দাম পেলেও তা বেচেন না লোভের বশবর্তী হয়ে। ফলে লাভবান তো হনই না, বরং কাঁচকলা চুষতে দেখা যায় তাঁদের। দীর্ঘদিন শেয়ার বাজারের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের পরামর্শ মাছ ধরার সময় যেমন ধৈর্য্য ধরে মাছের ফাতনা গেলার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, ঠিক তেমনই শেয়ার কেনার আগে বা কেনার পর তা যথাক্রমে কেনা বা বেচার জন্য সমপরিমাণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হয়।

এইমুহূর্তে ভারতের শেয়ার বাজারের সামনে সবথেকে বড় ইভেন্ট হতে চলেছে এপ্রিল থেকে আসতে থাকা বাৎসরিক ফলাফল। বস্তুত মে মাস পর্যন্ত এই রেজাল্ট পর্ব চলবে। এই অধ্যায়তেই জানা যাবে কোন কোন শেয়ার পারফরমেন্সের দিক থেকে কেমন জায়গায় আছে। ত্রৈমাসিকে ফলাফলে যে সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় তাই বৃহতাকারে মেলে এই বার্ষিক ফলে। সুতরাং সেদিকে সার্বিক নজর থাকবে সকলেরই। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী লাভে কর বসা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নিয়ে টেনশন এসবেরও আপাত ধামাচাপা পড়ার সম্ভাবনাও বেশি বলে মনে হচ্ছে এখন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ মার্চ – ২৩ মার্চ, ২০১৮

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৬১০০ কনস্টেবল ও সাব–ইনস্পেক্টর

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি বছরেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ৬ হাজারের বেশি শূন্যপদে কনস্টেবল ও সাব–ইনস্পেক্টর নিয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, নবান্ন থেকে এই নিয়োগের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত পৌঁছে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সদরদফতর ভবানী ভবনে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবলের ৫,৩০০ এবং সাব ইনস্পেক্টরের ৮০০ শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব বেশ কিছুকাল ধরেই রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। নবান্নের অনুমোদন পাওয়ায় এবার এই ৬,১০০ কনস্টেবল ও সাব–ইনস্পেক্টর নিয়োগের প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। নবান্ন থেকে সেই মর্মেই নির্দেশ গিয়েছে ভবানী ভবনে। নিয়োগের প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

কনস্টেবল পদের যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ হলেই কনস্টেবল পদে আবেদন করা যায়। উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন।

বয়স : নির্ধারিত দিনে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের ছাড় পেয়ে থাকেন।

দৈহিক মাপজোক : ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৭ সেমি। না–ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে বুকের ছাতির মাপ হতে হবে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি। উচ্চতা ও বয়স অনুসারে ওজন হতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬০ সেমি। উচ্চতা ও বয়স অনুসারে ওজন হতে হবে। সবক্ষেত্রেই তফসিলি উপজাতি ও রাজবংশীরা দৈহিক মাপজোকে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হয় দৈহিক মাপজোক ও দৈহিক সক্ষমতা যাচাই, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় থাকে : ছেলেদের ক্ষেত্রে সাড়ে ৬ মিনিটে ১,৬০০ মিটার দৌড়। মহিলাদের ক্ষেত্রে থাকে ২ মিনিটে ৪০০ মিটার দৌড়।

লিখিত পরীক্ষায় থাকে জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, পাটিগণিতের অঙ্ক, ইংরেজি ও অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউডের অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন।

সাব ইনস্পেক্টর পদের যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। বয়স : নির্ধারিত দিনে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি এবং ওবিসিরা বয়সে যথাক্রমে ৫ ও ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৭ সেমি। বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে হতে হবে যথাক্রমে ৭৯ ও ৮৪ সেমি। ওজন ৫১.৫ কেজি। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতর ১৬০ সেমি, ওজন ৫০ কেজি।

দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী তরুণ–তরুণীরা দৈহিক মাপজোকে ছাড় পেয়ে থাকেন। প্রার্থী বাছাই হয় দুই পর্বের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে।

প্রথম পর্যায় তথা প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হয় জেনারেল স্টাডিজ ও অঙ্ক বিষয়ে। অঙ্ক বিভাগে পাটিগণিতের প্রশ্ন হয়।

ফাইনাল পরীক্ষায় থাকে তিনটি পত্র। প্রথম পত্রে জেনারেল স্টাডিজ ও পাটিগণিতের অঙ্ক, দ্বিতীয় পত্রে ইংরেজি ও তৃতীয় পত্রে বাংলা/হিন্দি/উর্দু ও নেপালি ভাষার পরীক্ষা।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এই পরীক্ষায় সফল হতে ফাইনাল পরীক্ষায় বসার ডাক পাওয়া যায়। চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হয় ফাইনাল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে।

সিআইডি–তে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট

নিজস্ব প্রতিবেদন : ২৮ জন ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট নেবে সি আই ডি–র ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরো। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। নিয়োগ হবে জুনিয়র সিভিলিয়ান ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট পদে। বিজ্ঞান শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদনের যোগ্য।

তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ৭টি, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ২টি, ওবিসি–এ প্রার্থীদের জন্য ৩টি, ওবিসি–বি প্রার্থীদের জন্য ২টি এবং দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। কম্পিউটারের অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে। বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে জানতে হবে। তবে নেপালিভাষী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই শর্তটি প্রযোজ্য নয়।

দৃষ্টিশক্তি : দূরের ক্ষেত্রে উভয় চোখে ৬/৬, কাছের ক্ষেত্রে উভয় চোখে ০/৫।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২১ তেকে ৩৬ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে ২০০ নম্বরের একটি লিখিত পরীক্ষা ও ১০০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্সের উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। সময় আড়াই ঘন্টা।

বেতনক্রম : ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। ৩ বছরের প্রবেশন। প্রবেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পরে অল ইন্ডিয়া বোড এক্সামিনেশন অব ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টের পরীক্ষা দিয়ে সফল হতে পারলে ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : ৬/২০১৮।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ৩ এপ্রিলের মধ্যে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in

ফি ১৬০ টাকা। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নোট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি দিলে কনভেনিয়েন্স ফি বাবদ ন্যূনতম ৫ টাকা এবং কনভেনিয়েন্স ফি–এর ওপর ১৮ শতাংশ জি এস টি ধার্য হবে। ব্যাঙ্ক কাউন্টারের মাধ্যমে ফি জমা দিলে ২০ টাকা অতিরিক্ত লাগবে সার্ভিস চার্জ বাবদ। অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ৩ এপ্রিল পর্যন্তই। অফলাইনে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কোনও শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে ওয়েবসাইট থেকে চালান ডাউনলোড করতে হবে ৩ এপ্রিলের মধ্যে।

তথ্যের জন্য দেখতে পারেব এই দুই ওয়েবসাইট : www.pscwbonline.gov.in, www.pscwbapplication.in

শব্দবার্তা ৭০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। এই রকম কথাবার্তায় না মজে পরিণামটাও ভাবা দরকার ৫। হতভাগ্য ৭। তরল সারভাগ ১১। ফুল, পাখি ১৩। কন্দর্প ১৪। কলেজে নতুন ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

উপর–নীচ

১। খুব চেঁচামেচি ৩। পুরাণে বর্ণিত সপ্তপাতালের অন্যতম ৪। ধুতরো ৬। মিত্র, সখা ৮। যা সন্দেহের উদ্রেক করে ৯। সমান অবস্থা ১০। আশীর্বাদ ১২। একটি ফুল।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬৯

পাশাপাশি : ১। পাঁচজন ৩। পদ্মশ্রী ৫। ধকল ৬। লজ ৮। মার ৯। পতিত ১০। জঘন্য ১১। কম ১৩। রসা ১৫। বিষাদ ১৬। কলাই ১৭। শকাদিত্য।
উপর–নীচ : ১। পাঁকাল। ২। নধর ৩। পল ৪। শ্রীঘর ৭। জমজম ৮। মাতব্বর ১১। কন্টক ১২। দ্বাদশ ১৪। সাহিত্য ১৫। বিই।

কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগমে ১৮৬

প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম (ইএসআইসি)–এর অধীনস্থ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে বিভিন্ন শাখায় ১৮৬ জন প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফের ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করা হবে।

কলেজ অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : মানিকতলা (কলকাতা): শূন্যপদ : ৬টি (প্রফেসর ১, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ২, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ৩)। জোকা (কলকাতা) : শূন্যপদ ২৫টি (প্রফেসর ৯, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ১২, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ৪)। সনৎনগর (হায়দরাবাদ) : শূন্যপদ : ৪০টি (প্রফেসর ১৩, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ১৭, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ১০)। গুলবার্গ (কর্নাটক) : শূন্যপদ : ৫০টি (প্রফেসর ৯, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ১৭, অ্যাসস্ট্যান্ট প্রফেসর ২৪)। রোহিনী (দিল্লি) : শূন্যপদ : ১৫টি (অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ৭, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ৮)। ফরিদাবাদ (হরিয়ানা) : শূন্যপদ : ৫৬টি (প্রফেসর ১২, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ১৮, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ২৬)। রাজাজিনগর (বেঙ্গালুরু) : শূন্যপদ : ২৯টি (প্রফেসর ৬, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ৭, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ১৬)। মনে রাখবেন, ২০১৭–র ১১ এপ্রিল, ১১ জুন, ৪ সেপ্টেম্বর ও ১৫ ডিসেম্বরে ইএসআইসি–র তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যাঁরা উপরোক্ত কলেজগুলিতে প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে দরখাস্ত করেছিলেন, তাঁরা আর আবেদন করবেন না। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://central.esicmchsnr.co.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.esic.nic.in/recruitment

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন : একগুচ্ছ কারিগরি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান এম এস এম ই টুল রুম (কলকাতা)। তফসিলি তরুণ–তরুণীরা নিখরচায় প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

কোর্সের মেয়াদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ফি এরকম : (১) সার্টিফিকেট কোর্স ইন সি এন সি মিলিং : ৬ মাসের কোর্স। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। ফি ৩৩,০০০ টাকা। (২) সার্টিফিকেট কোর্স ইন সি এন সি টার্নিং : ৬ মাসের কোর্স। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। ফি ৩৩,০০০ টাকা। (৩) পোস্ট ডিপ্লোমা ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড রবোটিক্স। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল বা প্রোডাকশন বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স অথাব ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। ফি ৬১,৫০০ টাকা। (৪) অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ইন মেশিন মেন্টেন্যান্স অ্যান্ড অটোমেশন : কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অথবা সমতুল কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা। ফি ৪৪,৫০০ টাকা। (৫) মাস্টার সার্টিফিকেট কোর্স ইন অটোমেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল। ৬ মাসের কোর্স। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইলেক্ট্রনিক্স অথবা সমতুল কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিগ্রি। ফি : ৪৩,০০০ টাকা। (৬) অ্যাডভান্স এমবেডেড টেকনোলজি : ৬ মাসের কোর্স। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা কম্পিউটার বা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা, অথবা ফিজিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা আইটি–র বিএসসি বা এমএসসি ডিগ্রি। ফি : ৪৪,০০০। (৭) অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার হার্ডওয়ার অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট : ৬ মাসের কোর্স। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথাব যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। যাঁরা ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পড়ছেন তাঁরাও ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। ফি ৪৪,৫০০ টাকা। (৮) সিসকো সার্টিফায়েড নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট : ৪ মাসের কোর্স। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। পাঠরতরাও আবেদন করতে পারেন। ফি ২৫,০০০ টাকা। (৯) মাস্টার সার্টিফিকেট কোর্স ইন মেকট্রনিক্স : ৬ মাসের কোর্স। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল অথবা সমতুল কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। ফি ৪৪,৫০০ টাকা। কোনও কোর্সের ক্ষেত্রেই তফসিলিদের ফি লাগবে না। তাঁদের শুধু রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১,২০০ টাকা জমা দিতে হবে। কলেজ থেকে অন্তত ৫ জন ছাত্রছাত্রীর একটি দলকে ভর্তির জন্য সুপারিশ করে পাঠালে সাধারণ ক্যাটেগরির প্রার্থী কোর্স ফি–এ ১৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। ১৯ মার্চ থেকে ক্লাস শুরু হবে। হস্টেলের ব্যবস্থা আছে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.msmetoolroomkolkata.com "Central Tool Room & Training Centre" –এর অনুকূলে এবং কলকাতায় প্রদেয় ১,২০০ টাকা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমেও রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেওয়া যাবে। তফসিলিদের স্বপ্রত্যয়িত কাস্ট সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই আধারকার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা : এমএসএমই (কলকাতা), বনহুগলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, কলকাতা ৭০০ ১০৪। ফোন : ২৫৭৮ ৮৭৬৯, ৯০৩৮৫ ৭৮০৬৫।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২ চৈত্র- ৮ চৈত্র, ১৪২৪ ঃ ১৭ মার্চ - ২৩ মার্চ, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 21, 17 March - 23 March, 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অনিবার্য মৃত্যুকে সম্মানজনক করতে পরোক্ষ নিষ্কৃতি

মৃত্যু ও তার জন্য আগাম উইল করার অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিল ভারতের শীর্ষ আদালত। এখন থেকে কোনও ব্যক্তি আগাম উইল করে বলতে পারবেন তাকে যেন মৃত্যু যন্ত্রণা না দেওয়া হয়।

রবিবার : ফের কি বার্ড ফ্লু আসন্ন? প্রশ্ন তুলে দিল দক্ষিণ

২৪ পরগনার ক্যানিং। মরা মুরগির স্তূপ আশঙ্কা ছড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রাণী সম্পদ দফতর ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর মোকাবিলায় নেমেছে জেলার বিভিন্ন মহকুমায়।

সোমবার : বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচে

জেরবার রাজ্যবাসী। এর সঙ্গে রয়েছে নানা অহেতুক বায়নাক্কা। এবার চিকিৎসার খরচ বেঁধে দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ইতিমধ্যে খসড়া প্রস্তুত নবান্নে।

মঙ্গলবার : কাঠমান্ডুর বিমানবন্দরে মাটি ছোঁয়ার আগে

দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের বিমান। ঢাকা থেকে আসা যাত্রীদের অধিকাংশই মৃত্যুর কবলে। প্রাথমিক সন্দেহ যান্ত্রিক গোলযোগ।

বুধবার : মামলার নিষ্পত্তি যতদিন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত করা যাবে ব্যাঙ্ক ও মোবাইলে আধার সংযুক্তি। তবে সরকারের

কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে যেসব প্রকল্পে খরচ হয় সেগুলির ক্ষেত্রে আধার চাইতে পারে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার : মামলা নিয়ে আদালতের তিরস্কারে জেরবার পুলিশ অফিসারেরা। থানায় থানায় সমন্বয়ের আভাবই এর জন্য

দায়ী। তার এবার মামলা সংক্রান্ত সমন্বয়ের অভাব দূর করতে প্রতি থানায় নিয়োগ করা হচ্ছে একজন করে মনিটারিং অফিসার বা নোডাল অফিসার। এরা নজর রাখবেন মামলার দিকে।

শুক্রবার : সত্যকে চাপা দেওয়া মুশকিল। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাতাবরণে তো আরও মুশকিল। ধামাচাপা দেওয়া বেড়াল এবার

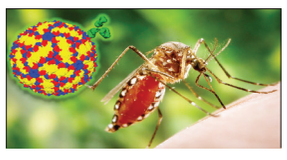

বেরোল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেনে নিতে বাধ্য হল গত মরশুমে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ তারা। পরিস্থিতি অস্বীকার নয়, মোকাবিলা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এটাই শিক্ষা হওয়া উচিত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

টালমাটাল ডিজিটাল

প্রতিরুদ্ধ বাউল

হাজারো সাফল্যের পালক মাথার মুকুটে। গড়গড় করে কাজের খতিয়ান বলে যেতে পারেন ডিজিটাল ভারতের প্রবক্তা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর ইমেজই নাকি বিজেপি নামক দলটার প্রধান চালিকা শক্তি। যেখানেই যান দরাজ বুকের ছাতি নিয়ে 'ভাইয়ো আউর বহেনো' বলে এমন হাঁক ছাড়েন তাতেই নাকি বিরোধী দলের নেতাদের পিলে চমকে ওঠে। নোটবন্দী, জিএসটি, আধার সংযুক্তি দিয়ে স্বচ্ছ ভারত গড়ার এমন রসায়ন আবিষ্কার করেছেন তিনি তাতে নাকি বাচ্চা-বুড়ো সব বিরোধী নেতারা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর রসায়নাগারে এখনও বার্নারে চাপানো রয়েছে অনেক টেস্টটিউব আর বিকার যাতে যে কোনও সময় তৈরি হতে পারে এমন যৌগ যার দু-এক ফোঁটা পাল্টে দেবে ৭৫-এর ভারতকে।

নরেন্দ্র মোদীর রসায়নাগারে কি রাসায়নিক ফুটছে তার হদিশ সাধারণ ভারতবাসী তো দূর অস্ত তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগীও জানেন বলে মনে হয় না। যদি জানতেন তাহলে বলে দিতে পারতেন বছরভর চাষ করার পরও গোরক্ষপুর-ফুলপুরের জমিতে বিজেপির ফুল ফুটল না কেন। শুধু উত্তর প্রদেশ কেন, গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থানেও পদ্মে ঘুন পোকার

সংক্রমণ। নেতাদের এমন ক্যারিশ্মা যে কয়েকদিন আগের ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ডের সাফল্যের উল্লাস কেড়ে নিয়েছে সামান্য দুটি উপনির্বাচনের ফল। ত্রিপুরা নির্বাচনের বাহবা, করমর্দন, মোদীর গলাগলি কুড়িয়ে এনে এক বছরের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে মুখ নিচু করে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখাবয়বে বলতে হচ্ছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই এর কারণ। এই ফল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আসলে ভারতবর্ষের রঙ বেরঙে সাজানো হট্টমেলায় ঝকঝকে কার্পেটে মোড়া আধুনিক স্টলে বিক্রি হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য, নোটবন্দীর সাফল্য, জিএসটির সফটওয়্যার, আধার সংযুক্তিকরণ, মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মত পসরা। আর সেই মেলায় স্থান না পেয়ে রাস্তায় ফেরি হচ্ছে কৃষকদের সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির খাঁড়া, চিকিৎসার অপ্রতুলতা, নারী নির্যাতন, শিশু পাচার, শিশু মৃত্যু, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের জ্বালা।

কেন এসব ফেরি হচ্ছে উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। চার বছর ধরে মোদী সরকার স্বপ্ন দেখাতে দেখাতে নিয়ে এসেছেন ১৯-এর দোরগোড়ায়। এখন তো হিসাব দেওয়ার পালা। এর মধ্যে বিজয়-নীরবের মতো প্রতারকরা দেশের পয়সা চুষে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। দেশে ঘুরছে হাজার হাজার প্রতারক। ব্যাঙ্কগুলোয় দুর্নীতিগ্রস্ত ম্যানেজারদের রমরমা। আর্থিক কেলেঙ্কারির ফর্দও কম নয়। খুন, জখম, ধর্ষণ, মানসিক অবসাদ তো রয়েছেই। ঝুলে রয়েছে তিন তালাকের মতো নারী নির্যাতনের ফতোয়া। কেন, কার দোষে? সরাসরি জানতে চায় ভারতবাসী। না জানালে নরেন্দ্র মোদীও চলে যাবেন আর দশটা প্রধানমন্ত্রীর তালিকায়। যাদের কারো কারো নাম করলে ভারতবাসীর মন ঘৃণায় ভরে ওঠে।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

বামপন্থা ও বামপন্থীরা মোটেই সমার্থক নয়

ত্রিপুরায় বাম দুর্গ পতনের পর মুখ লুকনো, নেতিয়ে পড়া কমরেডরা মহারাষ্ট্রের লালটুপি পরা লাল পতাকাধারী কৃষকদের সোনারকাঠির ছোঁয়ায় ফের মিটি মিটি হাসছেন। হলদেটে মেরে যাওয়া বাম নেতাদের মুখগুলো রক্তসঞ্চালনে লালের আভা পেয়েছে। কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম অতি উৎসাহী হয়ে হঠাৎ ডানবিরোধী সেজে ভারতে বামপন্থীদের ভবিষ্যত নিয়ে নানা চর্চা শুরু করেছেন। অনেকে আবার মন্তব্য করছেন আগামী দিনে মহারাষ্ট্রের লাল রঙধারী কৃষকরা এদেশে বাম আন্দোলনে পথ দেখাবে। এমনকি দু'দিন বাদে সবুজ টুপিধারী কৃষকদের দিল্লি অভিযানেও বাম আন্দোলনের ছায়া দেখছেন।

এই প্রসঙ্গে নিজেদের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরের দশকে টেনে টুনে চলা অনেক ভাইবোনদের সংসারে মায়েরা এক টুকরো খাবার দিয়ে বলতেন সবাই মিলে ভাগ করে খেতে হয়। এই ভাগ থেকে প্রতিবেশি শিশুরাও বাদ যেত না। তাদেরও তাতে সমান ভাগ ছিল। আজও বহু পরিবারে এমন কালচার চলে। তবে কি এইসব মায়েরা কম্যুনিস্ট? তখনকার বহু ভাই-বোনের সংসারে দু-একজন বেকার ভাইবোন বা 'বিপ্লবী' প্রতিপালন খুব স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। রোজগেরে ভাই-বোনেরা কর্তব্য বোধে সন্তান জ্ঞানে এদের খাওয়াতেন-পরাতেন। তবে ওইসব দাদা-দিদিরা কি মার্কস-এঙ্গেলস-এর কমরেড ছিলেন? স্বাধীনতার পূর্ব বা পরবর্তী সময়ে বাবা মায়েরা আমাদের শেখাতেন অন্যায় সহ্য করবে না। প্রতিবাদ করবে অবিচারের। এই সব অভিভাবকরা কি ভারতের কম্যুনিস্টদের বিপ্লবী উত্তরসূরী? মোটেই না। আসলে ভারতের সংস্কৃতিতে এই আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনচর্চা। এক মনীষী বলেছিলেন, যে দেশের মায়েরা ছোটবেলা থেকে সন্তানদের ভাগ করে খেতে শেখান সে দেশে বিদেশিদের কাছ থেকে কম্যুনিজম শেখা নিষ্প্রয়োজন।

আসলে বামপন্থা আর মার্কস এঙ্গেলস জাত এদেশের বামপন্থীরা মোটেই সমার্থক নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে ও পরবর্তী স্বাধীন ভারতে এদেশের কম্যুনিস্টদের ভূমিকা আজও তাদের অধিকাংশ ভারতবাসী থেকে দূরেই রেখে দিয়েছে। ভারতে প্রাচীন থেকে বর্তমান সব কালে যেমন জোতদার-জমিদাররা ছিলেন তেমনি প্রতিবাদী যুবক যুবতীরাও ছিলেন। এদেশে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব থাকলেও কোনও কালে প্রতিবাদের অভাব ঘটে নি। এদেশ বার বার ঠকে গেলেও বিশ্বের মানুষকে, তার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি। এদেশই যত মত তত পথ-এর উদ্গাতা। আর কোনও দেশ গলা ছেড়ে চিৎকার করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবে না। কারণ ভারতীয়রা জানে তাদের দেশের সনাতন মানব ধর্মের শিকড় এত গভীরে যে কোনও ঝোড়ো হাওয়ার সংস্কৃতির পক্ষে একে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। সাময়িক আন্দোলনের পর সব শান্ত হয়ে যাবে।

তাই মহারাষ্ট্রের বা দিল্লির কৃষকদের দেখে এদেশের বামপন্থীদের উৎফুল্ল হওয়ার কারণ নেই। এই মিছিল আগমার্কা ভারতীয় বামপন্থার পরম্পরা। এজন্য মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন-স্তালিন চর্চা করতে হয় না। কয়েকজন বামপন্থী এইসব প্রতিবাদী কৃষকদের সংগঠিত করেছেন কিন্তু তাদের চৈনিক বা রাশিয়ান কম্যুনিস্ট বানিয়ে ফেলেছেন এমনটা নয়। ভারতে চিরকাল কৃষকদের উপর আঘাত এসেছে এবং কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। যখনই ডানপন্থা চরম পুঁজিবাদী পথ নেয় তখনই তো কৃষক-শ্রমিক-খেটেখাওয়া মানুষ তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় একত্রিত হয়। এটা আজও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। শুধু ইতিহাসের পাতায় রয়ে যাবে এদেশের বামপন্থীদের ব্যর্থতা ও সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। বামপন্থী আন্দোলনের অনুকূল বাংলায় বামপন্থীদের ইনিংস শুরু হয়েছিল বর্গা অপারেশানের ছক্কা দিয়ে। শেষ হয়েছিল গুলি বোমায় কৃষক হত্যা দিয়ে। তাই সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনের দ্বারা বামপন্থীরা ভারতের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন ঘটাবে। এমন আশা অলীক কল্পনা।

ফের ম্যানগ্রোভ ধ্বংস নামখানায়

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার: নামখানা এলাকায় ফের বিঘের পর বিঘে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে মাছের ফিশারি গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে খোদ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি নামখানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চারের ঘেরি এলাকার হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর চর লাগোয়া জঙ্গলে প্রায় ৫০ একরের বেশি ম্যানগ্রোভ ধ্বংস চলছে অবাধে। বাইন, তরান, গরান, বানী, আল, কেওড়া, বাবলা ও গেঁয়ো প্রজাতির দামি ম্যানগ্রোভ কাটা হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। নির্বিচারে গাছ কাটার পাশাপাশি জেসিবি লাগিয়ে মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে নোনা জলে মাছ চাষের ভেড়ি গড়ে তোলা হবে। বিষয়টি নজরে আসার পর বন দফতর ও স্থানীয় প্রশাসনের

কাছে গণ স্বাক্ষর সম্মিলিত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাছ কাটা বন্ধও করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার তা চালু হয়েছে বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এভাবে নির্বিচারে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ধ্বংস বন্ধ না হলে আগামী দিনে এই দ্বীপাঞ্চল ভয়ঙ্করভাবে নদী ভাঙনের মুখে পড়বে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান। তবে নামখানার বিডিও রাজীব আহমেদ বলেন, 'এ রকম কোনও অভিযোগ পাইনি। খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

সাগর বিধানসভার দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম নামখানা। জলে জঙ্গলে ঘেরা নামখানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত চারের ঘেরি এলাকা সহ আশেপাশের গ্রামে প্রায় ১০ হাজার পরিবারের বাস। বাসিন্দাদের অধিকাংশই কৃষিকাজ ও মাছ ধরার সাথে যুক্ত। প্রত্যেক কোটালে ও বর্ষায় নদীর পাড় ভাঙনের জেরে বন্যার আশঙ্কায় ভোগেন এখানকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সুকদেব মাইতি ও সমর জানার অভিযোগ, 'তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে এলাকায় পবিত্র মণ্ডলের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সেই প্রভাব খাটিয়ে একদল অসাধুদের মাধ্যমে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। ওই জায়গাতেই মাছের ফিশারি করবে ওরা। বনদফতর থেকে শুরু করে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।' তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে পঞ্চায়েত প্রধান পবিত্র মণ্ডল বলেন, 'সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। এইরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি।'

শাসক দলের ছাত্র কোন্দল চলছেই

পার্থ ঘোষ, বারাসত : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে জেলা সফরে এসে ঘনিষ্ঠ মহলে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার সকল নেতা, মন্ত্রী, জেলা সভাপতি সহ সাংগঠনিক সচিবের প্রধানদের একসাথে একযোগে কাজ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক স্তরে গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে না আসলেও ছাত্র রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তৃণমূলীয় কোন্দল মহামারীর আকার নিচ্ছে। জেলার বিভিন্ন কলেজগুলিতে ছাত্রদের একে অপরের উপর বিষোদ্গার করতে দেখা যাচ্ছে। জেলা বা রাজ্যস্তরের নেতৃত্বকে অনেকক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় ছাত্রনেতাদের উপদলীয় কার্যকলাপে। এই ধরনের ছাত্রনেতারা বেশির ভাগই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের খুব স্নেহভাজন বা আস্থাভাজন বলে চিহ্নিত হয়ে থাকছেন। এই উপদলীয় কার্যকলাপ ভাঙতে জেলা বা রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব তুঘলকী কিছু ফরমানও চাপিয়ে দিচ্ছেন বলে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের কিয়দংশ মনে করেন। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। কলেজে কলেজে, মাইক্রো গ্রুপ গজিয়ে পড়াশুনা বহির্ভূত ছাত্র স্বার্থ বিরোধী নানা প্রকার কার্যকলাপে জড়াতে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে। পারস্পরিক চড়াই উতরাইয়ে পড়াশুনা উঠছে শিকেয়। পিকেটিং, ঘেরাও, অচলাবস্থায় প্রায়ই থাকছে জেলার কলেজগুলিতে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সর্বাপেক্ষা বেশি অচলাবস্থা চারটি কলেজে সর্বাপেক্ষা বেশির ভাগ বারাসত কলেজ, ন'হাটা কলেজ, অশোকনগর নেতাজি শতবার্ষিকী কলেজ ও বেঁড়াচাপা শহিদুল্লা কলেজ।

বারাসত কলেজে জেলা বা রাজ্য নেতৃত্বের সাথে প্রায়ই বাদানুবাদ চলে এলাকার এক ছাত্রনেতার গোষ্ঠীর সঙ্গে। প্রায়শই কলেজের অভ্যন্তরে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্যারাকপুরে জেলা বৈঠকে এসে মুখ্যমন্ত্রী বারাসত থানার আইসি জগদীশ পান্ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। দলীয় তরফে তৃণমূল নেতা তাপস দাশগুপ্তকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অচলাবস্থা কাটিয়েও সুরাহা কিছুই হয়নি। অশান্তির আঁচ পেয়ে নিয়মিত কলেজ গেটে চলছে পুলিশ পিকেট। বারাসত শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে অবস্থিত বেঁড়াচাপা শহিদুল্লা কলেজ, চারটি বিধানসভা যথা দেগঙ্গা, বসিরহাট দক্ষিণ, বাদুড়িয়া, হারোয়া প্রভৃতি চারটি বিধানসভা এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা এই কলেজে পড়াশুনা করে। এবং চারটি এলাকার জনপ্রতিনিধিদের প্রভাব ওই কলেজটিতে পড়তে থাকে। কলেজের রাশ কাদের হাতে থাকবে এই নিয়ে চলে এদের মধ্যে অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় ক্ষমতাসীন দলের দুটি গ্রুপ একটি মিন্টু সাহাজী ও অপরটি রহিমা মণ্ডলের অনুগামীর মধ্যে ছাত্ররা বিবাদমান থাকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুরগীর মড়ক, বার্ডফ্লু আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে পোল্ট্রি ফার্ম গুলিতে মুরগির মড়ক চলছে। যার জেরে প্রতিদিনই এক একটি পোল্ট্রি ফার্মে শ'য়ে শ'য়ে মুরগি মারা যাচ্ছে। একদিকে মুরগির মড়ক, অন্যদিকে তার জেরে প্রতিদিন বাজারে কমছে পোল্ট্রির দরদাম। ফলে বিপুল পরিমান আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি এরই ফলে এলাকায় ছড়িয়েছে বার্ড ফ্লু আতঙ্ক।

২০১১ সালে রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও ছড়িয়েছিল বার্ড ফ্লু। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৎকালীন রাজ্য সরকার রাজ্য জুড়ে মুরগি নিধন যজ্ঞে নেমেছিল। সেই রকম পরিস্থিতি না হলেও গত কয়েকদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং,গোসাবা,জয়নগর, বাসন্তী, বারুইপুর সহ বিভিন্ন ব্লকে পোল্ট্রি ফার্মগুলিতে শুরু হয়েছে মুরগির মড়ক। কোন এক অজানা ভাইরাসের জেরেই প্রতিদিন এই পোল্ট্রি ফার্মগুলিতে শ'য়ে শ'য়ে মৃত্যু হচ্ছে মুরগির। যে ফার্মে এই ভাইরাস একবার প্রবেশ করছে সেই ফার্মই কার্যত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তবে এটি বার্ড-ফ্লু'র ভাইরাস কিনা সে সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কোনরকম ঘোষণা করেন নি পশু চিকিৎসক থেকে শুরু করে জেলা প্রাণী সম্পদ দফতরের আধিকারিকরা। তবে প্রতিদিন যে হারে প্রচুর পরিমান মুরগির মৃত্যু হচ্ছে তাতে বার্ডফ্লু'র আতঙ্কেই দিন কাটাচ্ছেন মুরগি চাষিরা। কবে তারা এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবেন সেটা ও নিশ্চিত নন তারা। তবে যতদিন না বৃষ্টি হচ্ছে ততদিনই এই ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না বলেই জানা যাচ্ছে। আর দিনের পর দিন বার্ডফ্লু আতঙ্কে প্রায় প্রতিদিনই বাজার দর কমছে পোল্ট্রি মুরগির।

জলের আকাল ডায়মন্ড হারবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরমপড়তেই পানীয় জলের আকাল দেখা দিল ডায়মন্ডহারবার পুরসভা এলাকায়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে ওঠা জলপ্রকল্প থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে পানীয় জলসরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেও সেই জলে নোংরার পাশাপাশি লবণের মাত্রা বেশি থাকায় মুখে দিতে পারছেন না বাসিন্দারা। অগ্যতা সেই হ্যান্ড টিউবওয়েলের উপরই ভরসা করতে হচ্ছে তাদেরকে। এমনকী পুর এলাকার ওয়ার্ডগুলোতে হ্যান্ড টিউবওয়েলের সংখ্যাটাও কম থাকায় বেজায় সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। বারে বারে পুরসভাকে জানিয়েও কোনও সমস্যা না মেলায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা। তবে বাসিন্দাদের এই সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির টাউন সভাপতি দেবাংশু পান্ডা বলেন, পুরসভার পরিকল্পনার অভাব ও গাফিলতির কারণে এই জলপ্রকল্প বারে বারে বিকল হয়ে পড়ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থাও নিচ্ছেনা পুরসভা। আদৌ কি হবে, তা কারোরই জানা নেই।

পুরসভার পানীয় জল

দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে আন্দোলনে নামব।' তবে বাসিন্দাদের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান মীরা হালদার বলেন, জলপ্রকল্পে নদী থেকে অপরিশোধিত জল তুলে পরিশোধন প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি। মেরামতের জন্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা প্রয়োজন। বিষয়টি রাজ্যসরকারকে জানানো হয়েছে।'

স্থানীয় ও পুরসভা সূত্রের খবর, আগে বেশ কয়েকটি রিজার্ভারের মাধ্যমে ১৬ টি ওয়ার্ডের প্রায় ষাট হাজারের বেশি বাসিন্দাকে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করত পুরসভা। কিন্তু সেই জল পর্যাপ্ত ছিল না। পানীয় জলের সংকটের কথা ভেবে তৎকালীন বাম সরকার ডায়মন্ডহারবারে একটি জলপ্রকল্প তৈরির পরিকল্পনা নেয়। ২০০৮ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও জল সরবরাহের কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালের মাঝামাঝি থেকে। গত কয়েক মাস ধরে হুগলি নদী থেকে অপরিশোধিত জল তুলে পরিশোধন করে রিজার্ভারে মজুত রেখে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডে সরবরাহের কাজ চলছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিক থেকে। অচমকা জলপ্রকল্প থেকে সরবরাহ পাইপলাইনের জলে নোংরার পাশাপাশি লবণের মাত্রা বেশি থাকায় খাওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মায়ের স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ছেলের অসহ্য অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে আগেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বৃদ্ধা মা সুভদ্রা কয়াল। কিন্তু তাতে সুরাহা না হওয়ায় অবশেষে ক্যানিং মহকুমা শাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করেন ৬৫ বছরের সুভদ্রা কয়াল। চার ছেলে মেয়ে নিয়েই সংসার । অনেক কাল আগেই দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলে ধনঞ্জয় কয়াল অভাবের তাড়নায় চম্পাহাটিতে রিক্সা চালান এবং পরিবার সহ ওখানেই থাকেন। ছোট ভাই মৃত্যুঞ্জয়ের অত্যাচারের জন্য তিনি তাঁর বৃদ্ধা মাকে দেখার ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারেন না। অন্যদিকে নিজের বাস্তুভিটে থেকে বিতাড়িত হয়ে বর্তমানে অন্যের দরজায় দরজায় ঘুরছেন বৃদ্ধা সুভদ্রা দেবী। স্বামী পঙ্কজ কয়াল জীবিত থাকাকালীন শুরু হয়েছিল ছেলের অত্যাচার। ছেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অকালেই মারা যান সুভদ্রা দেবীর স্বামী । দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বাসন্তী ব্লকের মসজিদবাটি গ্রামে, সরকারি ভাবে পাট্টা পাওয়া জমিতেই বসবাস করতেন সুভদ্রা দেবী।

সুভদ্রা দেবীর অভিযোগ, ছেলে মৃত্যুঞ্জয় কয়াল,ছেলের স্ত্রী সুষমা কয়াল

অত্যাচারে অতিষ্ঠ শুভদ্রাদেবী

ও মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বৃদ্ধা সুভদ্রাদেবী। বয়স্ক মাকে এমনিতেই কোনও আর্থিক খরচ দিত না ছেলে। শেষে ব্যাপক মারধর করে বাড়ি থেকেও বের করে দেয় গুণধর পুত্র মৃত্যুঞ্জয় কয়াল। আর সেই জমিতে নিজেই পাকা বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছে বহাল তবিয়তে।

অসহায় বৃদ্ধা নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য বাড়িতে সামান্য কয়েকটি কলাগাছ,গোটা কয়েক মুরগি ও পুকুরে অল্প কিছু মাছ চাষ করেছিলেন। সুভদ্রা দেবীর অভিযোগ, মারধর করে সব কিছুই কেড়ে নেয় তাঁর ছেলে মৃত্যুঞ্জয়। এবিষয়ে বাসন্তী থানার দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি সাহায্য। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে দু'বার লিখিত ভাবে আবেদন করেন সুভদ্রাদেবী।

সেখান থেকে বারে বারে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও, এখনও পর্যন্ত কিছুই হয়নি। পরোক্ষভাবে, দিনের পর দিন বেড়েছে গুণধর ছেলের নির্মম অত্যাচার। কোনও উপায় না পেয়ে অবশেষে ছেলের বিরুদ্ধেই ক্যানিং মহকুমা সিনিয়র সিটিজেন ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেন সুভদ্রাদেবী। গত ফেব্রুয়ারি মাসের সেই অভিযোগেরও কোনও সুরাহা না মেলায়, অবশেষে গত ১৩ মার্চ মঙ্গলবার, ক্যানিং মহকুমা শাসকের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন লিখিত ভাবে জানিয়েছেন ওই বৃদ্ধা। ছেলের হাতে মার খেয়ে অপমানিত হওয়ার চেয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু অনেক ভালো বলেই মনে করেন বৃদ্ধা সুভদ্রা দেবী।

অন্যদিকে গুণধর পুত্র মৃত্যুঞ্জয় কয়াল মায়ের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মা যদি আমার কাছে এসে থাকেন তাহলে মায়ের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিয়ে কর্তব্য পালন করবো।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১৭ মার্চ – ২৩ মার্চ, ২০১৮

বিপ্লবদারা মাঠেঘাটেই ঘুরবে, ঘূণচক্কর কাটবে

ওরা খেটে খায়। ওরা কাজ করে। কখনও মাঠে লাঙল নিয়ে ঘাম ঝরায়, আবার কখনও ডাব্বায় করে খাওয়ার মুখে তুলে দেয়। এতকিছুর পরেও ওরা ঠিকমতো ওসুল করতে পারে কি ওদের দাবিদাওয়া। না কোনও অবস্থাতেই তা সম্ভব হয় না। দক্ষিণপন্থা বা বামপন্থার নামে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই শাসকের চোখরাঙানি আর অবেহেলা–অনাদরে দিন গুজরান করতে হয় ওদের। মাঝেমধ্যে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে বিপ্লবের ভোকাল টনিক ওদের উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু যেইকে–সেই হয়ে উঠতে সময় নেয় না। ফের সমাজের অন্ধকার গহ্বরে ঠাঁই হয় তাদের। তাও ওদের নিয়ে চর্চার শেষ থাকে না। মাঝেমাঝে ঠাকুরমার ঝুলি থেকে উঠে আসা রাজপুত্তুরও মনে হয় বটে ওদের। কিন্তু ওই স্বপ্নে বা ফ্যানটাসি হয়ে থেকে যায় এই যোদ্ধারা। তাদের হাজারো লড়াইয়ের দাম কি আদৌ ফেরত পায় ওরা। বরং রক্তচক্ষু আর চাবুকের সামনে ওদের নতজানু হয়ে থাকাটা মনে গভীর রেখাপাত করে। তাহলে বিপ্লব ব্যাপারটা কি? এটা খায়, না মাথায় মাখে। এক্ষেত্রে একটা মোদ্দা কথাই আপ্তবাক্য হয়ে উঠেছে এযুগে। 'আপনি বাঁচিলে পরের নাম'। যার কাছে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে যায়, 'আপনি আচরি ধর্ম'। তাহলেও কিছু যদি বা কিন্তু কী থেকে যায় না। আরে বাবা, অন্যের ঘরে আগুন লাগলে কতদিন আর নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকা যায়। সেই আগুনের আঁচ তো এক না একদিন নিজের ঘরে এসেও পড়বে। সমাজবদ্ধ জীবনকে ভেঙে তছনছ করে দিতে চায় যে শক্তি তার অন্যতম বড় হাতিয়ার নিঃসন্দেহে প্রযুক্তি। আর বিশ্বায়নের যুগে তো এই প্রযুক্তি যত না ইতিবাচক খবর নিয়ে আসছে তার থেকে অনেক বেশি বহন করে চলেছে নেতিবাচক বার্তা। তা হলে কি আমরা আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলব না। ফিরে যাব মধ্যযুগীয় অন্ধকারে। না এটা আমার–আপনার কথা ঠিক নয়। টেনিদা গোছের মাতব্বর কেউ কেউ মাঝে মধ্যেই আড়াল আবডাল থেকে হেঁকে ওঠে এসব কথা বলে। তা সেসব লাটসাহেবেরা কি বিপদের পদধ্বনি আদৌ শুনছেন না। নাকি শুনেও না শোনার ভান করে আছেন। আরে বাবা, এই যে ঘরে–বাইরে সারাক্ষণ ছোট্ট ছেলে মেয়েগুলো ওই কেতাবি মোবাইলগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছে এ কি কোনও শুভ সঙ্কেত? মানছি তাদের হাতের কাছে মাঠ–পুকুর নেই। তা হলেও ওরা কেন এমন করে যন্ত্র নির্ভর হয়ে উঠছে। শয়নে স্বপনেও ওদের এই মোবাইল হাতড়ানো কি চোখে পড়ছে না দিগ্গজ পণ্ডিতদের। শুধু মোবাইল বলে নয়, এক মুহূর্তে হাতের চেটোয় গোটা দুনিয়াটা আস্বাদন করে ফেলতে চাইছে যেন ওরা। এর ফলে স্বাভাবিক সৃষ্টিশীলতা যে কিভাবে হ্রাস পাচ্ছে তা বলাইবাহুল্য। তাই গণজাগরণের কোনও সঙ্গীত তো এই বপ্রযুক্তি–মানবদের কানে ঢুকছে না। আরে বাবা বিপ্লবদা তো তাহলে আর আসবে না। ফিরে যাবে গেরস্থের দোরগোড়া থেকে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

আমরা জীবনে যে সব ছোটখাট রূঢ় সংঘর্ষের সম্মুখীন হই, ঐগুলি সহ্য করাই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি।নারীগণ নিজেদের ঈর্ষাপূর্ণ খিটখিটে মেজাজের দাস হইয়া স্বামীর উপর দোষারোপ করে এবং মনে করে, তাহারা যেন নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করিতেছে। তাহারা জানে না যে, এইরূপে তাহারা নিজেদের দাসী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে। যেসকল স্বামী সর্বদাই স্ত্রীর দোষ দেখে, তাহাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা। পবিত্রতা রক্ষা করাই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রথম ধর্ম, এমন মানুষ নাই বলিলেই হয়–তা সে যতদূর বিপথগামীই হউক না কেন–যাহাকে নম্রা প্রেমিকা সতী স্ত্রী সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে না পারেন। জগৎ এখনো এতটা মন্দ হয় নাই। সমুদয় জগতে আমরা নৃশংস পতি এবং পুরুষের অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি, কিন্তু ইহা কি সত্য নয় যে, নৃসংস ও অপবিত্র নারীর সংখ্যা যত, ঐরূপ পুরুষের সংখ্যাও ঠিক তত? নারীগণ সর্বদা যেরূপ

সগর্বে বলেন এবং তাহা শুনিয়া লোকেও যেরূপ বিশ্বাস করে যদি সকল নারী সেইরূপ সৎ ও পবিত্র হইতেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, পৃথিবীতে একটিও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। এমন পাশব ভাব কি আছে, যাহা পবিত্রতা ও সতীত্ব জয় করিতে পারে না? যে কল্যাণী সতী নিজ স্বামী ব্যতীত সকল পুরুষকেই পুত্রের মতন দেখেন, এবং তাহাদের প্রতি জননীভাব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতা শক্তিতে অতিশয় উন্নত হ ন, এমন পশুপ্রকৃতি মানুষ একটিও নাই, যে তাঁহার সমক্ষে পবিত্রতার হাওয়া অনুভব না করিবে। প্রত্যেক পুরুষও সেইরূপ নিজ পত্নী ব্যতীত অপরাপর নারীকে মাতা, কন্যা বা ভগিনীরূপে দেখিবেন। যে ব্যক্তি আবার ধর্মাচার্য হইতে ইচ্ছুক, তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখিবেন, এবং সর্বদা এরূপ ব্যবহার করিবেন।

জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা ও প্রয়োগ করা যায়। একমাত্র ভগবৎ প্রেমেই মায়ের ভালবাসা অপেক্ষা উচ্চতর, আর সব ভালবাসা নিম্নতর। মাতার কর্তব্য প্রথমে নিজ সন্তানদের বিষয় চিন্তা করা, তারপর নিজের বিষয়।

ফেসবুক বার্তা

প্রাণহীন মূর্তি ভাঙায় বাহাদুরী নেই

নির্মল গোস্বামী

মূর্তি ভাঙার রাজনীতিতে আবার উত্তাল হচ্ছে ভারতবর্ষ। ত্রিপুরায় শুরু, শেষ কোথায় হবে কেউ জানে না। তবে ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্য সহ রাজ্যে রাজ্যে মূর্তি ভাঙার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। লেনিন, শ্যামাপ্রসাদ, পেরিয়াল, গান্ধি, আম্বেদকার ইতিমধ্যে মূর্তি শিকারিদের লক্ষ্য বস্তু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও রাজনীতির চাপান উতোরের বিরাম নেই। যে যার মতো করে স্বপক্ষে–বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করছে। এই যে রাজনীতির রচিত চিত্রনাট্য এর পিছনের কারণ হল নরেন্দ্র মোদীর সরকারের গায়ে সন্দেহের কালি যে লেগেছে তার থেকে জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া। নীরব মোদী, মেহুল চেসকী এবং র‍্যাফাল ডিল নিয়ে সরকার যে বিব্রত সেই সত্য ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সংসদে নেতা মন্ত্রীরা বিরোধীদের প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পারছে না। তাই জনগণের মনোনিবেশ অন্য কিছুতে ঘুরিয়ে দাও। লেনিনপন্থীরা একটানা ২৪ বছর রাজত্ব করছে ত্রিপুরায়। শাসকের বিরুদ্ধে জনরোষ ছিল বলেই না বিজেপি ১.৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতা দখল করল। পালা বদলের পর সেই জনরোষ স্বতস্ফূর্ত ভাবে আছড়ে পড়ে যা এতোদিনের দখলদারদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক নয় এ পোড়া দেশে। তাই দু একটা পার্টি অফিস বা আদর্শ পুরুষদের মূর্তি ভাঙাটাই স্বাভাবিক। একদল ক্ষমতা হারিয়েছে আর একদল এখনও আনুষ্ঠানিক ক্ষমতায় বসে নি– এই সরকার শূন্য সময়ে দুষ্কৃতীরা অনেক কিছু করতে পারে। তারা জন–উন্মাদনা সৃষ্টি করলে বিশৃঙ্খলার দায়ভার সাধারণত জয়ী দলের উপর বর্তায়। আবার জয়ী দল এসব সমাজ বিরোধীদের কাজ বলে খুব সহজে দায় এড়িয়ে যেতে পারে। তারা বলে যে আমাদের সরকার এখনও গঠন হয়নি। এক্ষেত্রে বিজেপি দল আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলছে যে এটা সিপিএম এরই কাজ। তারা আমাদের বদনাম করবার জন্য একাজ করেছে। তবে এই কুকর্মটি কারা করেছে, কাদের পক্ষে করা সম্ভব তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কারণ রাজনীতিকরা জনগণকে সেই অবসরটুকু দেয় নি। তারা নিজেরাই রাজ্যে রাজ্যে ঢাল তলোয়াল নিয়ে নেমে পড়েছে। আমাদের মূর্তি যারা ভাঙছে তাদের মূর্তি ভাঙো। বিদেশি নেতার মূর্তি ভাঙার বদলা হিসাবে বেঙ্গল কেশরী শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙল একদল ছাত্র। উগ্র বামপন্থায় যারা বিশ্বাস করে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল যে তারা ''লেনিনের মূর্তি ভাঙা হল কেন জবাব দাও'' বলতে বলতে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙছে। এখানকার রাজ্য সরকার ভাঙতে দিচ্ছে। কারণ তাতে রাজ্য সরকারের লাভ। ত্রিপুরা জয়ের পর বিজেপির ঘোষিত বার্তা হল এবার পশ্চিমবঙ্গ। আমরা সকলেই জানি যে এ রাজ্যে বামেদের ভোট দ্রুত কমছে এবং বিজেপির ভোট বাড়ছে। কংগ্রেস এবং বামেদের ভোট ভেঙে যদি বিজেপিতে চলে যায় তাহলে তৃণমূলের বিপদ। তাই লেনিনের প্রতি বামেদের আবেগকে মাথায় রেখে মমতা দেবী রে রে করে আসরে নেমে পড়েছেন। উদ্দেশ্য এ রাজ্যে বাম সমর্থকের মনে বিজেপি বিদ্বেষকে আরও একটু খুঁচিয়ে দেওয়া। বামেরা চাঙ্গা হলে বাম ভোট যাতে বিজেপির ঝুলিতে না যায় সেটাই লক্ষ্য। তাই শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙার পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এক স্থানে তৃণমূলীরা এবং সন্ধ্যায় বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা বেধড়ক ভাবে বিজেপি কর্মীদের প্রকাশ্য রাজপথে মারল। মহিলারাও বাদ যায়নি। দু জায়গায় পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। পুলিশ দিয়ে পেটালে সরকারের বদনাম হয়। তাই দলীয় কর্মীদের পথে নামাও। জনগণ মেরেছে বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। প্রশ্ন হল একদল উন্মত্ত মানুষ আন্দোলনকারীদের রাজপথে

ফেলে মারবে– পুলিশ বাধা দেবে না, গ্রেফতার করবে না। এটা কি একটা রাজ্যের সুশাসনের আইন। সরকারি দলের নেতারা জনগণ মেরেছে বলে যারা বিবৃতি দিচ্ছেন তাঁদের একটু ভেবে দেখতে বলল।

মূর্তি ভাঙার রাজনীতির বিজেপির কোনও অতীত ইতিহাস নেই। দেশের বাইশটা রাজ্যে তারা ক্ষমতায় এসেছে। কোথায় তারা তাদের বিরুদ্ধ মতের প্রচারক বা শাসকদের মূর্তি ভাঙে নি। উত্তরপ্রদেশে বিপুল জয়ের পরেও সরকারি টাকা অপচয় করে পূর্বের শাসক মায়াবতী নিজের মূর্তি এবং দলের প্রতীক হাতির মূর্তি অনেক জায়গায় বসিয়েছিল। ক্ষমতায় এসে বিজেপি একটাও ভাঙে নি। কিন্তু ত্রিপুরায় লেনিন মূর্তি ভাঙার পর সে রাজ্যের রাজ্যপাল ও কিছু নেতার বক্তব্যে ভাঙার সমর্থন পাওয়াও যায়। এই সমর্থনের পিছনে কারণ হল যে লেনিনের মূর্তি লেনিনের দেশের লোকেরাই প্রথম ভেঙে ছিল। যাদের ভালো করার জন্য লেনিন চেষ্টা করেছিল তাদের পরবর্তী প্রজন্মই লেনিনের মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। সারা পৃথিবীতে কোথাও কোনও প্রতিবাদ হয় নি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তখন প্রতিবাদ করেনি। যাদবপুরের ছাত্ররাও পথে নামেনি। ফলে খুব সাধারণ যুক্তি হল যে নিজেদের দেশের লোক যখন তাকে পূজা করে না, ঘৃণা করে তখন বিদেশে কেন সেই লোক পূজা পাবে? অনেক কমিউনিস্ট দেশে যেখানে পরবর্তী কালে গণতন্ত্রে ফিরে এসেছে তারা লেনিন–মার্কসের মূর্তি সরিয়ে দিয়েছে। তাই এদেশের একটা রাজ্যে সেই অত্যাচারী শাসক ও আদর্শের প্রচারকের মূর্তি কেন থাকবে? এটা খুব সাধারণ প্রশ্ন এবং এই চিন্তার ফলই হল মূর্তি ভাঙা সমর্থন করা। আমাদের রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা দখলের পর গড়বেতা, কেশপুর ও যাদবপুরে লেনিনের মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। তখন তো সারা ভারত জুড়ে হৈ চৈ হয়নি। সিপিএম বা বামপন্থীরা মিছিল করেনি। যাদবপুরের ছাত্ররা প্রতিবাদে গান্ধি মূর্তি ভেঙে দেয় নি। অবশ্য মূর্তিগুলো আকারে ছোট ছিল। জানি না মূর্তির সাইজের উপর মান–অপমান নির্ভর করে কিনা!

আসলে মূর্তি ভাঙার সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল এই বাংলা থেকেই ৭০–এর দশকে। নকশাল আন্দোলনের দিনগুলোতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তি ভাঙতে, কালিমালিপ্ত করতে। তবে তারা করত রাতের অন্ধকারে, চুপিসাড়ে। কারণ তখন আইন ছিল, প্রশাসন ছিল। প্রকাশ্যে করার সাহস পেত না। পরবর্তীকালে আর এক কৃতী বাঙালির হাত ধরে সিনেমায় মূর্তি ভাঙার সংস্কৃতি দেখানো হল। সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশে হীরক রাজার মূর্তি ভাঙল দেশের সাধারণ মানুষ। দড়ি ধরে মারো টান/রাজা হবে খান খান। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঙালির গর্ব ভারতরত্নে ভূষিত পরিচালক দেখালেন যে অত্যাচারী রাজার শেষ পরিণাম কী হতে পারে। এই ছবি মুক্তির কয়েক বছর পরই 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রয়িকা'র হাত ধরে রাশিয়ায় পরিবর্তন এলো। আর তখনই রাশিয়ার জনগণ লেনিনের বিশাল মূর্তিতে দড়ি বেঁধে টান মেরে উপড়ে দিল। সিনেমার রিলের ছবি বাস্তবের মাটিতে প্রাণ পেল। সত্যজিৎ বাবুর দূরদর্শিতায় অবাক হল সারা বিশ্ব। অবাক হলাম আমরা। যারা মূর্তি ভেঙে প্রতিবাদ করতে চায় তাদের প্রেরণাও সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা। অ

কারণ সর্বক্ষেত্রে আমরা সিনেমার অনুকরণ করে থাকি। নায়ক নায়িকাদের ফ্যাশান অনুকরণ তো আছেই। বর্তমানে ক্রাইমটাও সিনেমার আদলে হয়। রাজনীতি থেকে রুচি সংস্কৃতি সবই সিনেমাময়। ভুলে গেলেন 'পদ্মাবৎ' নিয়ে কীভাবে সারা দেশে আগুন জ্বলল। তাই মূর্তি ভাঙার পিছনেও সিনেমার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। এবং তা বাংলারই সৃষ্টি।

লেনিনের মূর্তি ভাঙার পিছনে কেউ কেউ বলছেন তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিল। তাই তাঁর মূর্তি কেন থাকবে? আমাদের দেবতা বা ঈশ্বর জ্ঞানে যাদের পূজা করি সেই রাম, কৃষ্ণ যুদ্ধ করে কি মানুষ মারেন নি? লক্ষ কোটি মানুষ মেরেছেন তারা। তবুও তারা পূজনীয়। কুযুক্তি ছেড়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। বিরুদ্ধ মত, বিরুদ্ধবাদীদের সহ্য করার নামই হল গণতান্ত্রিক মানসিকতা। আমাদের দেশের কোনও দলই সেই পথে চলে না। মূর্তি ভাঙি না, কিন্তু বিরোধীদের মিটিং মিছিল করতে দেব না। কর্মীদের লেলিয়ে দেব বিরোধীদের মারতে। একদিন বারশো বুথ পার্টি অফিস ভাঙবো। মিছিলে যাওয়া ২২টা গাড়ি জ্বালিয়ে দেব। বিরোধী এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেব। কিন্তু কারও মূর্তি ভাঙবো না– সেটা কি সুস্থ গণতন্ত্রের উদাহরণ হয়। আবার কেউ বিরোধীদের উপর অত্যাচার করে না। গণতান্ত্রিকতাকে মান্য করে তাহলে কি তাদের মূর্তি ভাঙার অধিকার জন্মে? ভাঙাটাই বর্বরতা। মনের সৃষ্টিশীল ভাবনাই বন মানুষ থেকে সভ্য মানুষে উত্তরণ ঘটিয়েছে। এই বৃহৎ সভ্যতা তো মানুষেরই সৃষ্টি। যুগ পালটায় যুগের প্রয়োজনে মানুষের চিন্তা ভাবনাও পাল্টে যায়। এই পাল্টানোর পিছনেও নতুন সৃষ্টির ইতিহাস থাকে। সৃষ্টি ছেনি হাতুড়িতে যেমন হয়, তেমনি মানবসম্পদ সৃষ্টি হয় নিঃশব্দে নিভৃতে মানুষের মনে। সে মানব সম্পদ সভ্যতার গতরে জৌলুস আনে। সভ্যতাকে পুষ্টি দান করেছে এমন মানুষদেরই আমরা মনে রাখি, শ্রদ্ধা করি, মূর্তি বানাই। যুগের প্রেক্ষিতে মতবাদের কার্যকারিতা হয় তো শেষ হয়ে যায়। কিন্তু গতিময় ইতিহাসে তার গুরুত্ব থেকে যায়। তাকে মোছা যেমন মূঢ়তা, তেমনি নির্দিষ্ট ধারণা প্রতীক প্রাণহীন মূর্তি শুধু মূর্তি নয় তা একটি অনবদ্য শিল্পকর্মও। মানুষের নান্দনিক চেতনার পরম্পরা রক্ষা হয় মূর্তিতে, ভাস্কর্যে। তাকে ধ্বংস যারা করে তারা ইতিহাসকে মুছে দিতে চায়। আর ইতিহাস রক্ষা করাই সভ্য মানুষের কর্তব্য। তাকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা বাহাদুরী কিছু নয়।

চিত্তমোহন স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ মার্চ হোলির দিনে বিশিষ্ট সমাজসেবী সাহিত্যিক ও নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনের কোর্ট মাস্টার চিত্তমোহন চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। নেতাজি ও রবীন্দ্র অনুরাগী চিত্তবাবু কলকাতা হাইকোর্টে পেশাগতভাবে যুক্ত ছিলেন। আলিপুর বার্তা পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘ দিনের। বিভিন্ন সময়ে তাঁর নানা রচনা আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'শ্রীচরণেষু' ও 'ইচ্ছেডানা' বইগুলি পাঠক সমাজে সমাদৃত। বেহালার ওড়িআরসি আবাসনের বাসিন্দা চিত্তবাবু 'টেন্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন', 'ঐকতান ক্লাব', 'আরাধনা' প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারিগর ছিলেন। তাঁর স্মরণে গত ১৩ মার্চ একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তবাবুর দুই কন্যা শুভ্রা ও রূপা তাদের বাবার কবিতা পাঠের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মানুষ চিত্তমোহন চট্টোপাধ্যায়কে তুলে ধরেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী ও সুহৃদ দিলীপ সেন। এছাড়াও আবাসনের দীপ্তি রায়চৌধুরী, প্রণতি চৌধুরী, সুদর্শনা ভট্টাচার্য সহ বহু মানুষ তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অরূপ গুপ্ত, দিবেন্দু ভট্টাচার্য, পরিমল সরকার, শুভাশিস মুহুরি, হৃষিকেশ মন্ডল প্রমুখ।

শিবানীপুরে বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা: স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় ত্যাগ ও সেবার আদর্শ মানুষকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে। স্বামীজি চেয়েছিলেন একদল অকপট সাহসী শক্তিমান যুবক। আজকের যুবকদের চাই স্বামীজিকে। বিবেকানন্দ কেবল যুবসমাজের নন, তিনি অখন্ড মানবতার চিরন্তন নায়ক। তিনি যেমন ছিলেন প্রবল স্বদেশ প্রেমিক, স্বধর্মনিষ্ঠ, তেমনি উদার, আন্তর্জাতিক ও সমন্বয়পন্থী। স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন তাঁর অশরীরী নেতৃত্ব জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি বর্তমান অস্থির সময়ে দেশ ও জাতি গঠনে স্বামীজির চিন্তাধারা

সঠিক দিশা দেখাবে বলে মনে করেন বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিবানীপুরে ৪ মার্চ রবিবার এই সম্মেলন আয়োজন করে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মুক্তকণ্ঠ। স্বাগত ভাষণে সকলকে অভ্যর্থনা জানান সংস্থার সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল এবং অতিথি বক্তা ছিলেন অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। সভায় পৌরোহিত্য করেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দ মহারাজ। যুব প্রতিনিধিদের মধ্যে নিবেদিতা মণ্ডল, শ্রাবণী মণ্ডল, প্রীতম মণ্ডল, মৃগাঙ্ক মণ্ডল প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সংগীত পরিবেশন করেন কৃত্তিকা মণ্ডল, স্বপ্না মণ্ডল, বিধান মণ্ডল। এছাড়া বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমিতির সদস্য অরুণাভ বিশ্বাস, শিক্ষক পঙ্কজ গায়েন, অমরেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

ডায়াবেটিস সচেতনতায় অনুষ্ঠান

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: ডায়াবেটিস সচেতনতায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে। সম্প্রতি বিকেলে কাটোয়া রবীন্দ্র ভবনে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল ওরিয়েন্টাল যোগ সেন্টার। এই উপলক্ষ্যে ডায়াবেটিস বিষয়ক মনোগ্রাহী আলোচনা সহ সরস গল্প পাঠ, আবৃত্তি আলেখ্য, শ্রুতি নাটক পরিবেশনের পাশাপাশি কবিতায় ডায়াবেটিস সচেতনতা পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কাটোয়ার বিশিষ্ট জনদরদী চিকিৎসক ও লেখক এবং কবি গোবিন্দরাম মান্না। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কবি ও চিকিৎসক অসীম হাজরা। এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট কবি ও গুণীজন অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন বাচিক শিল্পী শ্যামল দেবনাথ। তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের সাড়ে বিয়াল্লিশ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এর মধ্যে পুরুষ সাড়ে বাইশ কোটি, মহিলা ২০ কোটি এবং শিশু ১ কোটি ১ লক্ষ। আমাদের দেশেই এই রোগে ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত। এর মধ্যে পুরুষ ১১ কোটি ৭০ লক্ষ, মহিলা ৮ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ৭০ হাজার শিশু আক্রান্ত। শ্যামলবাবু আরও বলেন, অগোছালো জীবনযাপন, শরীরচর্চায় অনীহা, বিশ্রামের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি কারণে মানব শরীরে ডায়াবেটিস ধীরে ধীরে বাসা বাঁধছে। ডায়াবেটিস হল নিঃশব্দ ঘাতক। তাই এবিষয়ে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। সেই উপলব্ধি থেকেই এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পত্রিকা প্রকাশ।

আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার অন্তর্গত শিবানীপুরে মুক্তকণ্ঠ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে আত্মসম্মান ও স্বনির্ভরতা বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আত্মসম্মান ও স্বনির্ভরতা পরস্পর পরিপূরক। স্বনির্ভরতা যেমন আত্মসম্মান এনে দেয়, তেমনি আত্মসম্মান বজায় রেখে কর্মক্ষেত্রে নির্ভর থাকাটাও একটা জরুরি বিষয়। দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নারীদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী সামাজিক ভারসাম্য রাখতেও সহায়ক হবে বলে মনে করেন বিশিষ্ট বক্তা আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল। অঞ্জনা মণ্ডল, কাকলী বৈদ্য, পুতুল বেরা ও অন্যান্য মহিলারাও নারী দিবস সম্পর্কিত আলোচনা করেন এবং কিছু মহিলা–স্বনির্ভরতা প্রশিক্ষণ বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব নেওয়া হয়।

আশাকর্মীদের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : আশাকর্মীদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি, আশাকর্মীদের শূন্যপদ পূরণ, উপস্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি দাবি নিয়ে সম্প্রতি হুগলি জেলার হরিপাল লোকমঞ্চে আশাকর্মী এমপ্লয়েজ ফেডারেশন (পঃ বঃ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সহযোগী সংগঠন হুগলি জেলা কমিটির দ্বিতীয় হুগলি সহযোগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক অমর সেনগুপ্ত, সভাপতি অসীম রায় সহ সম্পাদক তারাপদ দাস প্রমুখ। এই সম্মেলনে আশাকর্মীরা আরও অভিযোগ করে বলেন, আশাকর্মীদের কাজের নিয়মে কোথাও বলা নেই সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত থাকতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও থাকতে হয়। এমনকি প্রায়শই রাতে প্রসূতিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আশাকর্মীদের ডাক পড়ে। কিন্তু রাতে প্রসূতির সঙ্গে হাসপাতালে আশাকর্মীদের যাতায়াতের পথে কোনও সামাজিক সুরক্ষা থাকে না। নাম

প্রকাশে অনিচ্ছুক আশাকর্মীরা জানান, যে সব আশাকর্মীরা 'দিশা'–র ডিউটি করেন তাঁদের খাবার দেওয়া হয় না। এমনকি এইসব আশাকর্মীদের বেতন মাসের কত তারিখে প্রদান করা হবে তাও নির্দিষ্ট নয় বলে তাঁরা জানান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিএমওএইচের দুর্ব্যবহার। ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) জাঙ্গিপাড়া তিনি প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৬ জন করে কর্মী নিয়োগ করেছেন। তাঁর মতে আশাকর্মীরা গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে ভর্তি করাতে ব্যর্থ। এই সকল অভিযোগের উত্তরে সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আশাকর্মীদের সাম্মানিক ভাতা হয়েছে ২,০০০ টাকা। তাঁরা বলেন, আশা কর্মীদের সংগঠনের মধ্যে থেকে আলোচনা করে এই সকল সমস্যার সমাধান বের করতে হবে।

স্বনির্ভর মহিলাদের অনুষ্ঠান

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জলে জঙ্গলে যাঁরা নদীতে খাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের অনেকে আজ এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছে। কেউ বা বাঘের খাদ্য আবার কেউ বা কুমীরের। এ এক ভীষণ করুণমর্ম বেদনা নিয়ে কোনওক্রমে বেঁচে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের আছে সেই সব অসহায় পরিবার এবং অন্যান্য পরিবারদের নিয়ে ২০০৮ সালে বাসন্তীর শিবগঞ্জে গড়ে ওঠে মহিলা কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড। শনিবার সেই সমস্ত মায়েদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক সভা। সভায় প্রায় ছয় হাজার সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানে মূলত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মায়েরা কিভাবে স্বনির্ভর হবেন, সামাজিক ভাবে যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার উপর আলোচনা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল নায়েক সহ অন্যান্যরা।

বীরভূম

বাড়ছে আগুনের প্রকোপ

অভীক মিত্র : ৫ই মার্চ রাত্রে লোহাপুর রেলস্টেশন লাগোয়া দশটি দোকান আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলো। দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নি। ৪ই মার্চ সকালে বাশঁকুনি গ্রামে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলো চারটি বাড়ি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। হাওয়ার জন্যই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

বহিস্কৃত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। আর তারআগেই দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তৃণমূল থেকে বহিস্কার করা হলো সিউড়ি-২ নং ব্লকের কেন্দুয়া গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য দিলীপ মজুমদারকে। যা ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা।

গ্রেপ্তার ভুয়ো চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্থানীয় যুবক প্রহ্লাদ গড়াইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৩রা মার্চ বিকালে নলহাটি স্টেট ব্যাঙ্ক মোড় থেকে নলহাটি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করলো সন্তোষ পাত্র নামে এক ভুয়ো চিকিৎসককে। কলকাতার শ্যামবাজারের এক চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করতো অভিযুক্ত ভুয়ো চিকিৎসক। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নারী সংবর্ধনা হাজরাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ মার্চ 'আন্তজার্তিক নারী দিবস' উপলক্ষ্যে রাজনগর গ্রামসহায়কেন্দ্র এবং পারুলিয়া স্বনির্ভর যুক্তমঞ্চের যৌথ উদ্যোগে হাজরাপুরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাতজন কৃতী মহিলার হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। রাজনগর গ্রামসহায়কেন্দ্র সভাপতি সুনীল সাহা,পারুলিয়া স্বনির্ভর যুক্তমঞ্চের তরফে রীতা বাগ্দী এবং আহ্বায়ক শেখ রিয়াজুদ্দিন বলেন, 'এলাকার মহিলাদের সমাজসচেতন করে তুলতে এই উদ্যোগ'।

মহিলা তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ মার্চ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের মিছিল আয়োজিত হলো প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগরে। মিছিল গোটা রাজনগর গ্রাম পরিক্রমা করে। রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু বলেন, 'মা-মাটি-মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কাজ করে চলেছেন সেগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরতেই এই মিছিল'।

প্রহৃত বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ মার্চ শান্তিনিকেতন শ্যামবাটি ক্যানেল এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য প্রাচীন একটি বটগাছ কাটা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিশ্বভারতীর একদল পড়ুয়া বাধা দিলে তাদের মারধর করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় সাতজনকে। ধৃতদের ১০ই মার্চ বোলপুর আদালতে তোলা হলে দুইদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

সাইকেল মেরামতি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলা শিল্পকেন্দ্র এবং ওয়েবকন (ঠউআইঘগ) সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ২৫জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাজনগর ব্লক চত্বরে শুরু হলো হাতে কলমে দুইমাসের সাইকেল মেরামতির প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে মিলবে শংসাপত্র। উদ্যোক্তা মনামী চ্যাটার্জী বলেন, 'সবাইকে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সরকারিভাবে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে'।

তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার ১৩ই মার্চ পাইকর কংগ্রেস পার্টি অফিসে জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কুশমোড় এবং মিত্রপুর গ্রামপঞ্চায়েতের একশো তৃণমূলকমী তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করলো। নবাগতদের হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল চেয়ারম্যান মহ: আসিফ ইকবাল রাসেল। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই দলত্যাগ বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে কংগ্রেসকে বলেই ধারনা রাজনৈতিক মহলের।

যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার ১৪ মার্চ মুরারই রেলস্টেশন থেকে দূরে রেললাইনের উপর থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বলে ধারনা। মৃতের পরিচয় জানা যায় নি।

বিশ্বভারতীতে ছাত্র সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার রাত্রে দুদল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাভবন ছাত্রাবাস চত্বর। সংঘর্ষে জখম হয়ে শারীরশিক্ষা বিভাগের ছাত্র আলাউদ্দিন খান বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং ইতিহাস বিভাগের ছাত্র দেবাশিস সাহা পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিস্ফোরক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ ফেব্রুয়ারি মহম্মদবাজার থানার তালবাঁধ পাথর শিল্পাঞ্চলের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ১৮হাজার ডিটোনেটর,আট হাজার জিলোটিন স্টিক এবং একশো কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে পুলিশ। মিঠুন শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাড়ি সেনবাঁধ গ্রামে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সিউড়ি আদালত মিঠুন শেখকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

অবৈধ সম্পর্কে খুন মাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি : খুড়তুতো বউদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে পিসির ভাড়া করা লোকের হাতে খুন হল ভাইপো গণেশ মাল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মাড়গ্রাম থানার দামুপাড়া গ্রামে। পিসি রাধারানী মাল পলাতক। দোলের দিন মদ খেয়ে বউদির শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠে গণেশের বিরুদ্ধে।

রঙ সংঘর্ষে জখম ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : রঙ দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো সাইথিয়া থানার সাঁইথিয়া পালি মোড় এলাকা। সংঘর্ষে ২ মহিলা সহ জখম হলো ৫ জন। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ,জখম স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অগ্নিদগ্ধ হয়ে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বোলপুর থানার সিয়ান গ্রামের গৃহবধূ রূপা দাস। তাকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামী সুকুমার দাস জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মদ খেয়ে অসুস্থ ১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাইথিয়া থানার কুসুমযাত্রা গ্রামে হোলি উপলক্ষ্যে মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো ১৪জন। তাদের সিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবশ্য সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পোস্ত চাষের জমি নষ্ট করল প্রশাসন

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলাকে অবৈধ পোস্ত চাষ মুক্ত জেলা গড়তে উদ্যোগী হল জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিশেষত সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ড্রোন উড়িয়ে পোস্ত চাষের জমি চিহ্নিত করে সেগুলি নষ্ট করা হয়। আগামী দিনে আরো পোস্ত চাষের জমি চিহ্নিত করে অভিযান চালানো হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকা বিশেষত ফরাক্কা, রানিনগর, রানিতলা, সামসেরগঞ্জ, সুতি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের চর এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারীরা পোস্ত চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত হেরোইনের মতো মাদক তৈরি করতে পোস্ত ফলের আঠা প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেহেতু চর এলাকাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা না থাকায় পুলিস বা প্রশাসনের পক্ষে সবসময় অভিযান চালানো সম্ভব হয় না। তাই এই চর এলাকাগুলিকে বেছে নিয়ে পোস্ত চাষ চালিয়ে যাচ্ছে মাদক কারবারীরা।

প্রশাসন সূত্রে খবর ২০১৭-১৮বর্ষে মুর্শিদাবাদ জেলাকে পোস্ত চাষ মুক্ত জেলা গড়তে উদ্যোগী হয় জেলা প্রশাসন। ১৩ই অক্টোবর ২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসনিক স্তরে এই বিষয়ে একটি মিটিং হয়। নভেম্বর মাসে ব্লক ও মহকুমা স্তরে আরও একটি মিটিং হয়। ২০১৭সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে মাইকিং করার পাশাপাশি মেলাতে স্টল, পথ নাটিকা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার চালানো হয়। ডিসেম্বর মাসে আবগারি দপ্তর এনসিবি, পুলিশ, সিআইডি এবং কৃষি দফতর একযোগে পোস্ত চাষ হয় এমন এলাকাগুলিতে মহকুমা ভিত্তিক প্রচার চালায়। প্রথম দফার পর্যবেক্ষণের পর প্রশাসনিক স্তরে পোস্ত চাষ বন্ধ করার কর্মসূচি শুরু হয়। আবগারি দফতরের আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে ১০০ সদস্যের বেশি একটি দল প্রতিদিন এই কর্মসূচিকে সফল করতে কাজ শুরু করে। জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার প্রত্যান্ত গ্রামগুলি যেখানে যাতায়াত ব্যাবস্থা সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম সেই এলাকাগুলিতে পায়ে হেঁটে এবং নৌকায় করে অভিযান চালানো হয়। প্রশাসনিক সূত্রের খবর প্রধানত ফরাক্কার চর এলাকাগুলিতে বেশি পরিমানে পোস্ত চাষ করা হয়। এই এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে পোস্ত গাছ নষ্ট করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত চারশ একর জমিতে পোস্ত গাছ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফরাক্কা থানার আবগারি দফতরের ওসি অমিত কুমার দে জানিয়েছেন, আগে থেকেই এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আজ পুলিশ, সিআইডিকে নিয়ে বেশ কিছু এলাকায় জমির পোস্ত গাছ নষ্ট করা হয়েছে।

শ্বশুরবাড়ির মার খেয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের কাছে মার খেয়ে অপমানের জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। মৃতের নাম বিশ্বজিত দাস(১৮)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার মঠেরদিঘিতে। গত ৬ই মার্চ সকালে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে এসে বিষ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এক সপ্তাহ মৃত্যুর সাথে লড়াই করার পর অবশেষে সোমবার রাতে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। এই ঘটনায় স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের নামে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের লোকেরা।

মাত্র ছ'মাস আগে ২৯শে অক্টোবর কার্যত জোর করে বিশ্বজিত দাসকে ধরে এনে নিজের মেয়ে ববিতা ঘোরুই এর সাথে বিয়ে দেন ভুলো সরদার। বাপ মা মরা বিশ্বজিত এর সাথে ববিতার প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক থাকায়, তারা নাবালক হলেও প্রাথমিক ভাবে কেউ বাধা দেয়নি। বিয়ের পর ববিতাকে নিয়ে মঠেরদীঘিতে নিজের বাড়িতে মাস দুয়েক থাকার পর ববিতা ক্যানিং থানার তালদিতে বাপের বাড়ি চলে আসে। সেখানে স্ত্রীকে আনতে গেলে বিশ্বজিতকে বারে বারে অপমান করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। বিশ্বজিত- এর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা শ্বশুরবাড়ির হাতে তুলে দেওয়ার জন্যও চাপ দিতে থাকে সকলে। কিন্তু বিশ্বজিত তা না করায় প্রতিদিন তার উপর মানসিক চাপ বাড়াতে থাকে ববিতা ও তার মা বিশা ঘোরুই।

সবকিছুকে উপেক্ষা করে গত ৬ই মার্চ স্ত্রীকে নিয়ে আসতে তালদিতে শ্বশুরবাড়ি যায় বিশ্বজিত। অভিযোগ সেই সময় বিশ্বজিতকে মারধরের পাশাপাশি অত্যন্ত নোংরা ভাষায় তাকে গালিগালাজ করে অপমানিত করে ববিতা ও তার পরিবারের লোকেরা। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ফিরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে ওই যুবক। বিষ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসার জন্য। সেখানে এক সপ্তাহ চিকিৎসার পর সোমবার রাতে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। যুবকের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ভয়ংকর দিন আসছে : দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জন্য প্রেস মিট করলেন বিজেপি, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ১৪ তারিখ বুধবার বারুইপুরের দীপ মহলের তৃতীয়

তলে সকাল ১১টায় কলকাতা জোনের বৈঠক হয়। সেখানে দিলীপ বাবু সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যে সবর্ত্র সন্ত্রাস ও খুন চলছে। গত সপ্তাহে ভাঙড়ে খুন হয় এক তৃণমূলের যুব নেতা। ভয়ংকর দিন আসছে। তৃণমূলের সঙ্গে প্রশাসন পা মিলিয়ে চলছে। রাজনীতির দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে পুলিশ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঘুটিয়ারি শরিফে একটি আর্ন্তজাতিক ক্যাম্প আছে। একটি এনজি ও করা হয়েছে। এই সংগঠন থেকে জঙ্গি তৈরি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশি কে বসবাস করতে দেওয়া হয় না। বিএসএফকে ফাঁকি দিয়ে গরু পাচার চলছে। এই সরকার বাইরের লোকদের আশ্রয় দিচ্ছে। রহিঙ্গাদের আশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূল। ঘুটিয়ারি শরিফে এনজিওর বিরুদ্ধে মামলা করতে চলেছি। এরপর প্রশ্ন করা হয় মন্ত্রী ও মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় আগামী দিনে বিজেপিতে যোগ দেবেন কি? দিলীপ বাবু বলেন, তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ভিআইপি। তিনটি দপ্তরের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র। তৃণমূল দলের জন্য অনেক অবদান আছে তাঁর। তার যদি ইচ্ছা হয় বিজেপিতে যোগদান করবেন আমরা নেবো। শেষ প্রশ্ন –আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব থেকে কটা আসন জয়ী হবার আশা করছেন? সে রকম ভাবে জোর দিয়ে কিছু না বললেও কথা শুনে মনে করা যায় সামান্য কয়েকটা পেলেও পেতে পারে জেলার বিজেপি।

পরীক্ষার্থীদের অভিনব শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ মার্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ওইদিন দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার আইসি অরিজিৎ দাশগুপ্তের উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের অভিনব শুভেচ্ছা জানানো হয়। নোদাখালি থানা এলাকার মোট ৮টি বিদ্যালয়ে ২৭৯৮ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রে নোদাখালি থানার পুলিশ অফিসাররা গোলাপফুল, পেন এবং চকোলেট নিয়ে উপস্থিত হন। বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ওই উপহারগুলি তুলে দেওয়া এবং তাদের সাফল্য কামনা করা হয়। আইসি অরিজিৎ দাশগুপ্ত নিজে ভেড়িভেটকাখালি উচ্চ বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে এবং তাদের সাফল্য কামনায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস হল অরিজিৎ দাশগুপ্ত নোদাখালি থানার দায়িত্বে এসেছেন, কিন্তু এর মধ্যেই আইনশৃঙ্খলা

রক্ষার পাশাপাশি নানা সামাজিক ও মানসিক কর্মসূচি রূপায়ণে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শাসক দলের ছাত্র কোন্দল চলছেই

প্রথম পাতার পর

এছাড়া হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক হাজি নুরুলকেও প্রায়শই প্রভাব খাটাতে দেখা যায়। তদুপরি দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতিতে বিরোধীরা ক্ষমতায় থাকার কারণে তাঁদেরও কখনো কখনো প্রভাব খাটাতে দেখা যায়। শাহিদুল্লা কলেজের এই চতুর্মুখী কোন্দলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাই যৎপরনাই বিরক্ত। এছাড়া আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আর একটি কলেজ জেলাতে আলোচনার শিখরে তা হল নেতাজি শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়। এখানে বিধায়ক পুত্র সক্রিয় থাকায় ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাক্ষীণ গোষ্ঠীর মধ্যে রোজই বিতণ্ডা তৈরি হয়। যার কারণে ওই কলেজে বেশ কয়েকবার পুলিশকে লাঠিচার্জও করতে হয়েছে। এই কলেজে প্রাক্তন ছাত্রনেতা তৃণমূল কর্মী পাপন সরকার অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী হিসাবে নিযুক্ত আছেন। বুধবার পাপন অভিযোগ করেন, একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলেজের অভ্যন্তরে মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত ছবি অপসারিত করে সেখানে রাজ্য সভানেত্রীর ছবি লাগানো হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু কিছু বহিরাগত ওই কলেজে ঢুকে তাতে মারধর ও চরম গালিগালাজ করতে থাকে। এবং তাকে ধাক্কা দিতে দিতে কলেজ-এর বাইরে নিয়ে আসে। পাপন পরে পুলিশে অভিযোগ করেন। বুকে ব্যাথা ও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে অশোকনগর হাসপাতালে তাকে ভর্তি করানো হয়। অপর গোষ্ঠীও পাপনের নামে থানায় পাল্টা অভিযোগ করে। অশোকনগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। চলছে পুলিশ পিকেট। এইরূপ ঘটনা প্রায় সব কলেজে। সম্প্রতি পঞ্চায়েত সম্মেলন উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য থেকে জেলা প্রায় সকল নেতৃত্বরাই উপস্থিত ছিলেন বারাসত কাছারি ময়দানে। সেই রকম একটি সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ সভাতেও প্রকাশ্য বাদানুবাদ, ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা নেত্রীদের। গণ্ডগোল থামাতে পরে তৃণমূল জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সর্বোপরি তৃণমূলীয় ছাত্রবাহিনী যে এরূপ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ছে তাতে চিন্তা বাড়ছে শাসক দলের। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যার প্রভাব না পড়াই শ্রেয় বলে মানছেন শাসকদলের নেতাদের একাংশ।

জলের আকাল

প্রথম পাতার পর

সব চাইতে বেশি পানীয় জলের আকাল দেখা দিয়েছে পুরসভার ৬, ৯, ১১, ১২, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে। বাসিন্দাদের অনেকেই নোংরা ও লবণ জলই ব্যবহার করতে বাধ্য হচেছন। ডায়মন্ডহারবার শহরের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে খাবারের দোকান ও হোটেলগুলোতেও এই জল ব্যবহার হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা উর্মিলা বৈদ্য ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, দিনের পর দিন নোংরা ও লবণ জল আসছে। কোনও কাজেই ব্যবহার করা যাচেছ না। পুরসভা সব জেনেও বিকল্প কোনও ব্যবস্থাও নিচ্চে না। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমরা পুরসভ ঘেরাও করতে বাধ্য হব।'

আরেক বাসিন্দা সমর সরকার বলেন, জলপ্রকল্পের জল আর আমাদের প্রয়োজন নেই। আগের মত পিএইচই-র সাহায্য নিয়ে পাম্প দিয়েই ভূর্গস্থ জল রিজার্ভারের মাধ্যমে সরবরাহ করুক পুরসভা। তা নাহলে এবার পুরসভা এলাকাতেই পানীয় জলের হাহাকার দেখা দেবে।'

বিয়ের বদলে সটান পরীক্ষাকেন্দ্রে নাবালিকা

মেহেবুব গাজী, মন্দিরবাজারঃ মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবা-মা ও পরিবারের লোকজনেরা। মেয়ের ইচ্ছে ছিল বিয়ে নয়, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করে পড়াশুনোটা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মেয়ের ইচ্ছেতে জল ঢেলে বুধবার রাতেই বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবা-মা। এদিন সকাল থেকে বিয়ের তোড়জোর শুরু হয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। তৈরি করা হয়েছিল বিয়ের গেট-সহ বিশাল প্যান্ডেল। রাতে ভোজের আয়োজনও চলছিল। আত্মীয়-স্বজনরাও ভিড় জমাতে শুরু করেছিলেন। সকাল সকাল গায়ে হলুদও উঠে গিয়েছিল নাবালিকার।কিন্তু শেষ রক্ষা হল না বাবা-মায়ের। শেষমেষ নাবালিকার মনস্কামনা পূরণ হল। স্কুল সূত্রে খবর পেয়ে বেলা ১১টা নাগাদ মন্দিরবাজার থানার ওসি বাপি রায় উপস্থিত হন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সঙ্গীতার বাড়িতে। পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে যান সঙ্গীতার পরিবারের লোকজনেরা। সটান বাপিবাবু গিয়ে সঙ্গীতার সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশ কাকুকে পেয়ে বিয়ে করবে না বলে জানায় সঙ্গীতা। এমনকি এদিন পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন বছর সতেরোর সঙ্গীতা। এরপর সঙ্গীতার পরীক্ষা দেওয়ার তোড়জোর শুরু হয়। সঙ্গীতাকে বিয়ের সাজ খুলিয়ে স্কুলের পোশাক পরিয়ে তড়িঘড়ি পুলিশের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় ঘাটেশ্বর হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে। সেখানেই ভূগোল পরীক্ষা দেয় সঙ্গীতা। পরীক্ষা শেষে এদিন সাহসী সঙ্গীতা বলে,পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু এই বিয়ের আয়োজন আমার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিল। আমি পড়াশুনো চালিয়ে যেতে চাই। এখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোই আমার লক্ষ্য।' পরে সঙ্গীতার বিয়ে ভেঙে দিয়েছে সঙ্গীতার বাবা-মা। ১৮ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে দেবেন না বলে পুলিশের কাছে অঙ্গীকার করেছেন বাবা-মা। যথারীতি মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি স্কুলেও যাবে সঙ্গীতা।

বন্ধ হল নাবালিকা বিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বন্ধ হল এক নাবালিকার বিয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার তালদার মাঝেরপাড়া গ্রামে। ওই গ্রামেরই মাধাই বিশ্বাসের নাবালিকা কন্যা সুস্মিতা বিশ্বাসের বিয়ে

ঠিক হয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মিনাখাঁ থানার মালঞ্চের গোরা মন্ডলের পুত্র রমেশ মন্ডলের সাথে।এদিন সকাল থেকেই বাসন্তী থানার মাঝেরপাড়া গ্রামের মাধাই বিশ্বাসের বাড়িতে তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ের তোড়জোর চলে।একদিকে চলছে রান্নার কাজ অন্য দিকে চলছে আত্মীয় স্বজনের আনাগোনা। পুরোহিত মশাইও তাঁর কাজ শুরু করার জন্য বরের অপেক্ষায় বসে আছেন।একটু পরেই হাজির হবেন রব। কন্যাকে সম্প্রদান করার জন্য সমস্ত কিছুই প্রায় শেষাগত। ইতিমধ্যে বিনা মেঘে ব্রজপাত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ও ক্যানিং চাইল্ড লাইনের সদস্যরা হাজির বিয়ে বাড়িতে। নাবালিকার পরিবারের লোকজনের সাথে চাইল্ড লাইনের সদস্যরা কথা বললে নাবালিকার বাবা মাধাই বিশ্বাস জানান তিনি বয়সের ব্যাপার কিছুই না জেনে ভালো পাত্র পেয়ে ভুল করে নাবালিকা কন্যা কে তিনি বিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি ভুল বুঝতে পেরে চাইল্ড লাইনের সদস্যদের কাছে মুচলেকা লিখে দেন। মেয়ের যত দিন না প্রাপ্ত বয়স হবে তিনি বিয়ে দেবেন না। চাইল্ড লাইনের সদস্য বান্টি মুখার্জি বলেন প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাস ওই পরিবারের। প্রাপ্ত বয়স সম্পর্কে ওঁনাদের কোন ধারনা ছিলনা। পরে সব বুঝতে পেরে নাবালিকা কন্যার বিয়ে বন্ধ করে দেন।

দুই ব্যাবসায়ী খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলা কেটে ফেলে যায় ধপধপিতে। বারুইপুর পুলিশ এসে উদ্ধার করে দে। পুলিশের অনুমান আক্রোশ থেকে এই খুন করা হয়েছে যুবককে। অন্য জায়গায় খুন করে ধপধপিতে নিয়ে এসে মাঠে ফেলে রেখে যা। একই দিনে বিষ্ণুপুর থানার কোনচৌকি থেকে উদ্ধার হয় সিরাজ শেখ (৪২)। তিনি ব্যবসায়। তার বাড়ি বসিরহাটে ।বিষ্ণুপুর থানার পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে ব্যাক্তিগত কারণে এক খুন করা হয় সিরাজ ে। একই দিনেই দুটি খুন হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ।

Government of West Bengal
Office of the Child Development Project Officer
Basanti ICDS Project
South 24 Pgs.

Memo No 140/ICD/BAS Date 13/3/18

TENDER NOTICE

Tenders are invited from the Co-Operatives/Firms/Individuals for Storing/Carrying of food stuffs and others miscellaneous articles of the Basanti ICDS Project, South 24 Pgs. For the period of one year i.e. for the year 2018-2019.

Further details are available from the Office of the undersigned.

The tentative date of droping of tender has been fixed on 17.04.2018.

Sd/-
(SUCHITA SAMANTA)
Child Development Project Officer
Basanti ICDS Project
South 24 Parganas

139/ICD/BAS/ 13/03/18

শিশুর মাথা থেকে বেরল পোকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বছর ছয়েকের এক শিশুর মাথা থেকে বেরিয়ে এল ১৫০ অধিক পোকা। শিশু আনারুল শেখ। খেলাধূলায় মত্ত শিশু মন বিগত দু–তিন মাস আগেই খেলাধূলা করতে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগে। ৪/৫ দিন পর থেকেই যন্ত্রণা কারতে থাকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমার'শা মাঝের পাড়া গ্রামের দরিদ্র অসহায় পরিবারের শিশুটির মা বীণা বিবি কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে পাড়ার মহিলাদের সহযোগিতায় শিশুটিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য শিশুটির পরিবার থেকে নিয়ে গেলে তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কলকাতার হাসপাতালে গিয়েও একই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় অসহায় দরিদ্র পরিবার কে। শিশুটির চিকিৎসা করা সম্ভব নয় বলে

ফেরত পাঠানো হয়। ছোট্ট শিশুটি মাথার যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে অবশেষে পাড়ার লোকজনের সহযোগিতায় সোনারপুরে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করেন আনারুল শেখকে। নার্সিং হোমও দিন–দুয়েক পর জানিয়ে দেওয়া হয় শিশুটির এখানে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। এরপর বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গিয়েও কোনও সূরাহা হয়নি। অবশেষে আবার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুক্রবার শিশু সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ক্যানিং স্টেশনে আসেন। ট্রেন ধরার ঠিক আগের মুহূর্তে প্রচন্ড যন্ত্রণায় শিশুটি কাতরাতে থাকলে ক্যানিং স্টেশন সংলগ্ন এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান।চিকিৎসক ডাঃ কুমুদ রঞ্জন ঘরামী দীর্ঘ প্রায় আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় শিশুর মাথায় ক্ষতস্থানে অপারেশন করে একে একে ১৫০ অধিক পোকা বের করেন। শিশুর মাথা থেকে পোকা বের হচ্ছে খবর শুনে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ ভীড় করতে থাকেন। বর্তমানে শিশু আনারুল শেখ সুস্থ। ডাঃ কুমুদ রঞ্জন ঘরামী বলেন এটা সামান্য একটা ঘটনা। শিশুটির মাথার একটি ক্ষত থেকে পচন ধরে এবং সেখানে পোকার বংশ বিস্তার ঘটেছে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে পোকা জন্মাতে পারত না। চিকিৎসার গাফিলতিতে এমন হয়েছে। এই চিকিৎসার পর স্বস্তি পেয়েছে শিশু ও তার পরিবার। যে চিকিৎসার জন্য একের পর এক হাসপাতাল ঘুরেবেড়িয়েও লাভ হয়নি সেই চিকিৎসা এই গ্রামীণ চিকিৎসকের হাত ধরে পাওয়ায় খুশি সকলে। তবে এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে।

ধৃত প্রমোটার অমিত গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গড়িয়া স্টেশন রোডের বাসিন্দা প্রমোটার অমিত গাঙ্গুলি গ্রেপ্তার হল জাল দলিল তৈরি করার অভিযোগে। বহু দিন ধরে সোনারপুর থানা থেকে শুরু করে কাউন্সিলর ও সাধারণ মানুষেরা জানতো যে অমিত গাঙ্গুলী এই প্রমোটারি বিষয়ের বিভিন্ন কুকর্মে জড়িত। সোনারপুর থানার উকিলার বাসিন্দা শাজাহান জমাদার অভিযোগ করেন, সোনারপুর থানায় তার পৈতৃক সম্পত্তি জোর করে জাল দলিল তৈরি করে জমি দখল নিয়েছে প্রমোটার অমিত গাঙ্গুলি । শুধু তাই নয় শাজাহানের বাড়িতে গুন্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়েছে অমিত। যে যদি কোন রকম অভিযোগ করা হয় তাহলে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে । অবশেষে অমিতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ

নারী পাচার ও মধুচক্র যোগ, বাসন্তী থেকে গ্রেফতার সাত মহিলা সহ আট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: নারী পাচার ও মধুচক্র যোগে সাতজন মহিলা সহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বাসন্তী থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে বাসন্তীর চৌমাথা টেরেজা মোড় এলাকায় সওকত পৈলান নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ওই সাত মহিলাকে আটক করে পুলিশ। এদের সাথে সাথে বাড়ির মালিককেও আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রতিটি কোণে নারী পাচারকারীরা যথেষ্ট সক্রিয়। প্রতিবছর বহু শিশু ও কিশোরী বিশেষ করে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকা থেকে ভিন রাজ্যে পাচার হয়ে যায়। এই নারী পাচার রোধ করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ বিভিন্ন থানা এলাকায় একাধিক সচেতনতা শিবিরও করে চলেছে। তবুও যেন বন্ধ করা যাচ্ছে না এই পাচার চক্র। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাসন্তী থানার পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পায় যে বহিরাগত কয়েকজন কিশোরী ও মহিলাকে বাসন্তীর চৌমাথা টেরেজা মোড় এলাকায় একটি বাড়িতে রাখা হয়েছে। শনিবারই তাদের বসিরহাটে পাচার করা হবে।

এই খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ কর্মীরা গিয়ে স্থানীয় সওকত পৈলানের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে ওই সাত মহিলাকে। স্থানীয় মানুষদের দাবি এই বাড়িতে মাঝে মধ্যেই বাইরে থেকে বহু অপরিচিত মহিলারা আসতেন। এখানে নারী পাচারের সাথে সাথে মধুচক্র চালানো হত বলেও অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা।

ঘটনায় ধৃত বাড়ির মালিক সওকত পৈলানকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। নারীপাচার, মধুচক্র না অন্য কোন যোগ রয়েছে বহিরাগত এই মহিলাদের সাথে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করে বাসন্তী থানার পুলিশ। পরে অবশ্য সাত মহিলা সহ বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করে।

নারীদের প্রতি সহমর্মিতার অভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল স্তর থেকে যতক্ষণ না আলোর দিশার ব্যবস্থা হয়, বিশেষত নারী অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকার একান্ত প্রয়োজন, তবেই সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি নতুবা সমূহ বিপদ।

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার পার্বতী গ্রামের ঘুঘু পাড়ায় প্রবীণা অজামিনা ঘুঘু–র পারিবারিক অবস্থা বড়ই বেদনাদায়ক। সাড়ে সাত কিলো চাল আর ১০ কিলো গম নিয়ে তার দিনযাপন। স্বামী অধীর ঘুঘু এককালে মিল শ্রমিক ছিলেন, বর্তমানে শয্যাশয়ী এবং মৃত্যুপথযাত্রী। স্ত্রী অজামিনা ৬২ বছর বয়সে বিড়লা মোড় থেকে বাসে শহরের উদ্দেশ্যে বাবুদের বাড়িতে কাজে যায়। অন্ধ স্বামীকে আহারের ব্যবস্থা করে তবেই ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই বললেই চলে। পঞ্চায়েত প্রশাসন থেকে সকলের নজরের কাছেই উপেক্ষিত। বুঁইতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অজামিনা দেবীর দিশাহারা অবস্থায় দিন গুজরান।

গোপালগঞ্জ উন্নয়নে গ্রামবাসীরা উচ্ছাসিত

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : কুলতলি গোপালগঞ্জ সিপিএম পঞ্চায়েত থেকে মুক্ত হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়নের ডাকে সারা দিয়ে সিপিএম ও এসইউসি থেকে আসা সদস্যদের নিয়ে হয়ে উঠল পরিবর্তনের তৃণমূল পঞ্চায়েত। তৃণমূল পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন বিমল সরদার। গোপালগঞ্জের মানুষ বহু দিন ধরে চাইছিলো গ্রামের উন্নয়ন। পিছিয়ে পড়া গোপালগঞ্জের জন্য মাঠে নেমে পড়লেন প্রধান বিমল সরদার। প্রশ্ন করা হয় কি কি করলেন? আইএসজিপি অনুদানে। বিমলবাবু বলেন, আমরা ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পেয়ে ১১২টি কংক্রিটের ও ইটের রাস্তা বানিয়েছি। আমাদের পাঁচটি মৌজায় যেমন কৈখালি , গোপালগঞ্জ , গড়ানকাটি,শাঙ্কি জাহান ও মধুসূদনপুর। এছাড়া ১৭টি গভীর নলকূপ চারটি কালভার্ট নির্মাণ হয়েছে। ১৬০০টি শৌচাগার নির্মাণ হয়েছে। তিনি বলেন ১২০০মানুষকে বার্ধক্য ভাতা ও একশো জনকে বিধবা ভাতা ও ৪জন প্রতিবন্ধিকে ভাতা দেওয়া হয়েছে । এনএফডিএস থেকে ৮জন মহিলাকে ৪০,০০০টাকা করে সাহায্য করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামে বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুত চলে গেছে।১৮টি মাটির রাস্তা করা হয়েছে। এনআরজিএস থেকে ৫টি মাঠ ভরাট করা হয়েছে। গ্রামের বেশ কিছু জায়গায় জল স্তর মাটির নীচে নেমে গেছে সেগুলিকে মেরামত করা হয়েছে মোট ১৩২টি টিউবওয়েল। ৩৮,৬৪০জন মানুষকে ডিজিটাল রেশনের মাধ্যমে আনা হয়েছে।১,১৩০ জন মানুষকে বাংলা আবাস যোজনায় ঘর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া গীতাঞ্জলি মাইনরিটি যোজনায় ঘর দেওয়া হয়েছে।গ্রামের বাসিন্দা আকতার গায়েন বলেন, আমাদের গ্রামে যে উন্নয়ন হয়েছে আমরা চোখ বুজে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হতে চলেছি। বিমল বাবু বলেন এতো গেলো গ্রমের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার চেষ্ঠা করেছি। এছারা পঞ্চায়েত থেকে আমরা একটি পর্যটকদের জন্য কৈখালির মাতলা নদীর ধারে একটি লজ করতে চলেছি। প্রথমে শুরু করবো ১০টি ঘর নিয়ে।এই লজটি হবে দোতলা। সুন্দর মাতলা নদী আর ওপারে সুন্দরবন জঙ্গল বহু মানুষ আসে ,থাকার জায়গা নেই বলে এক বেলা কোন রকমে ঘোরাঘুরি করে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। আমরা এক মাসের পর থেকে তৈরি করতে শুরু করে দেবো লজ। কারণ শহর ও আধা শহর থেকে বহু লোক আসে এই কৈখালিতে। কিন্তু থাকবার জায়গা নেই বা বিশ্রাম করার কোনো ব্যাবস্থা নেই বললেই চলে। এবার কৈখালি থেকে লঞ্চে যাত্রা হবে সুন্দরবন ভ্রমণ। এ সব কিছু কৃতিত্ব কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলেন প্রধান বিমলবাবু।

মস্যজীবীদের সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বাসন্তীতে ভয়াবহ বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল মস্যজীবীদের ছ'টি বাড়ি। আগুনে বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল তিনটি গরুও। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বাসন্তী থানার ১ নম্বর গরানবোস গ্রামে।

স্থানীয় মস্যজীবী আব্দুল বারিক সেখের বাড়িতে প্রথম আগুন লাগে। আব্দুল বারিক শেখের স্ত্রী আসমা শেখ বাড়িতে রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ থেকে গ্যাস বের হতে থাকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই সিলেন্ডারে আগুন লেগে যায়। সাথে সাথে সিলেন্ডার ফেটে আগুন ছড়ায় ঘরের বিভিন্ন দিকে। প্রাণ বাঁচাতে বাচ্চাদের নিয়ে ঘর থেকে বাইরে কোনওক্রমে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাণ বাঁচান আসমা ও তার সন্তানরা। মুহূর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা কাছাকাছি থাকা অন্য মস্যজীবীদের বাড়িগুলিতেও ছড়িয়ে পরে। আগুনের গ্রাসে ছটি পরিবারের আসবাপত্র সহ সমস্তকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মাথার উপর ছাদ হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে পরিবারগুলি।

এমন ভয়াবহ ঘটনার কথা জানতে পেরে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির কর্ণধার হোসেন গাজী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষক তথা চুনাখালি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার আনোয়ার হুসাইন কাসেমী সাহেব। তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অসহায় পরিবারগুলি কে চাল, ডাল, তেল, পোশাকসহ অন্যান্য ত্রাণ অসহায় পরিবার গুলির হাতে তুলে দেন। আনোয়ার সাহেব আগামী দিনে আরও সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন অসহায় পরিবারগুলোকে।

মহানগরে

সাম্মানিক বাড়ানোর বল রাজ্য সরকারের কোর্টে

এলাকা উন্নয়নে জোর বাজেটে

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : কলকাতা পুরসংস্থা ২০১৮–'১৯ সনের বাজেট বরাদ্দে মোট আনুমানিক আয় ৫১৭৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। মোট রাজস্ব খাতে আয় ৩৫০৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং সাসপেন্স খাতে আয় ১৬৬৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। আর মোট আনুমানিক

ব্যয় ৫১৭৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। গত ১৪ মার্চ ১৮–'১৯ সনের পুরবাজেট পর্যালোচনা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এবারের বাজেট বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পুর জঞ্জাল অপসারণ দফতরের মেয়র পারিষদ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দেবব্রত মজুমদার বলেন, ১৯৮০ সালের কলকাতা পৌর আইন অনুযায়ী গত ৭টি পুর বোর্ডের মধ্যে এবারই প্রথম বার পুর বাজেটের আনুমানিক আয়–ব্যয় ৫০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করল। যা এবারের বাজেটের প্রধান বিশেষত্ব।

এবারের বাজেটের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য 'পৌর প্রতিনিধির নিজস্ব এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' বাৎসরিক পূর্বের ২০ লক্ষ টাকা থেকে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের পুর প্রতিনিধিদের বারংবার আবেদন নিবেদনের পর মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাজেট পর্যালোচনা বিষয়ে বলতে উঠে বলেন, 'পুর প্রতিনিধি এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে' পুর প্রতিনিধি পূর্বের ২০ লক্ষ টাকার সঙ্গে আরও ৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে এবার থেকে বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা আপনারা ব্যয় করে ওয়ার্ডের উন্নয়ন করুন। 'সুসংহত বরো উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ 'ওয়ার্ড–ওয়াইজ' করার যুক্তিসংগত প্রস্তাব দলমত নির্বিশেষে সকল পুর প্রতিনিধির। কারণ কলকাতার মোট ১৬টি বরোর মধ্যে ৫টি বরোতে ৭টি ওয়ার্ড, ৫টি বরোতে ৯টি ওয়ার্ড, ৩টি বরোতে ১০টি ওয়ার্ড, ২টি বরোতে ১১টি ওয়ার্ড এবং ১টি বরোতে সর্বমোট ১২টি ওয়ার্ড। আবার ওয়ার্ডগুলির ক্ষেত্রমান ও জনসংখ্যা বিবিধ। সুতরাং বরো ফান্ড ওয়ার্ড প্রতি হওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত। বর্তমানে বরো প্রতি বাৎসরিক পায় ১১০ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে বাজেট অধিবেশনে জবাবী ভাষণে মহানাগরিকের বক্তব্য, আপনাদের বরো উন্নয়নের অর্থে কোনও অন্তরায় হবে না। যখন যার অর্থের প্রয়োজন হবে যথাযথভাবে তা পাবেন। আর দলমত নির্বিশেষে পুর প্রতিনিধিদের বর্তমান মাসিক সাম্মানিক ৪,১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে অন্তত ১০ হাজার টাকা করার বিষয়ে মহানাগরিক রাজ্য সরকারের কোর্টে বল ঠেলে দেন।

এদিকে এবারের বাজেট পর্যালোচনা অধিবেশনের শুরুতেই বামফ্রন্টের মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, এবারের বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ দেখানো হয়েছে, তা এমনটি, ১০০ টাকা ধরা হলে ৭০ টাকা ব্যয়ের জন্য বলা হবে এবং কাজের শেষে টাকাটা গিয়ে দাঁড়াবে ৫০ টাকায়। ফলস্বরূপ, স্বাস্থ্য থেকে পানীয় জল, বাজার থেকে রাস্তা সমস্ত পুর পরিষেবাই মুখ থুবড়ে পড়বে। অন্যদিকে রাজস্ব খাতে আয় বাড়ানোর উৎস কোথাও নেই বলে বিরোধী পুর প্রতিনিধিরা যে দাবি তুলেছেন সে বিষয়ে মহানাগরিক বলেন, 'দু'দিন ধরে বাজেট বিবৃতির কী পড়লো? আমাদের নথিভুক্ত সম্পত্তি কর দাতার সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার। যদি আমরা বর্তমান কর আদায় ধারা অব্যহত রাখতে পারি তবেই এই অর্থবর্ষের শেষে আমরা ১৬–'১৭ অর্থবর্ষে আদায়কৃত করের পরিমাণ অনেকটাই অতিক্রম করতে পারবো। –ছবি: উৎপল কুমার রায়

মধ্য কলকাতায় রাজভবনের মতো ঐতিহ্যবাহী ভবনের ইস্ট গেটের বিপরীতে কাঠামো থাকা সত্ত্বেও ছাদহীন বেমানান বাসস্ট্যান্ড দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ রোদ–জল আটকাতে ছাদের যে প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল দীর্ঘদিন যাবৎ উবে গিয়েছে।

তথ্য সংগ্রাহক : বরুণ মণ্ডল, ছবি : অরুণ লোধ।

পুর আয় সরকারি অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পরিষেবা দানের ধারা অব্যাহত রাখতে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা পুরসংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে মোট ৫৩৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা পেয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে সরকারি অনুদান খাতে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ রয়েছে ১৪২৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। আগামী অর্থবর্ষে ২০১৮–'১৯–এ সরকারি অনুদান খাতে আনুমানিক বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ১৫৬২ কোটি টাকা।

শহরে চলমান ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুলিশের পরামর্শ অনুসারে সরকারি–অসরকারি অংশীদারিত্বে কলকাতা মহানগরের ব্যস্ততম কয়েকটি জায়গায় কলকাতা পুরসংস্থা চলমান ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। সেগুলির একটি আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে, একটি এক্সাইড ক্রসিং–এ, আরেকটি বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনের কাছে, একটি সাউথ সিটি মলের সামনে এবং টার্ফ ভিউ–রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের বিপরীতে একটি। এই নির্মাণের ফলে সুষ্ঠুভাবে যান চলাচল সম্ভব হবে। নগরবাসীর সুবিধার্থে এই সমস্ত ওভারব্রিজগুলির প্রতিটির সঙ্গে চলমান সিঁড়িও বন্দোবস্ত করা হবে।

বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানিকতলা–কাঁকুড়গাছি বাজার ও বেহালার ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত এস এন রায় রোড বাজারের পুনরুন্নয়নের ব্যাপারে কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে কলকাতা মহানগরে অফিস ও বাণিজ্যের জন্য অনেক বেশি জায়গা তৈরি করা যাবে পুর কোষাগার থেকে কোনও বাড়তি ব্যয় না করেই। মহানগরবাসীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সরকারি–অসরকারি অংশীদারিত্বে পুরনো ও ভগ্নপ্রায় বাজারগুলিকে সবরকম অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত করা হবে। এবং বাজারের স্টল হোল্ডারদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হবে।

শহরকে দ্রুতগামী করতে ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন গণপরিবহন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাঙ্গু সিং বলেছেন, দেশের আরও কয়েকটি শহরে মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ ঘটানো প্রয়োজন। যদিও প্রতিটি শহরেই যে মেট্রো রেল চালু করতে হবে এমন কোনও কথা নেই, বরং বিভিন্ন শহরের প্রয়োজনের নিরিখেই বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান উত্তরাখন্ডের রাজধানী দেরাদুন–এ বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা চালুর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ১২ মার্চ ২০১৮ কলকাতায় 'শহরাঞ্চলে দ্রুতগামী গণ–পরিবহণ ব্যবস্থা' (এমআরটিএস) শীর্ষক সম্মেলনে ভাষণে একথা বলেন মাঙ্গু সিং।

অনুষ্ঠানে নীতি আয়োগের উপদেষ্টা রাকেশ রঞ্জন বলেন, আঞ্চলিক পরিবহনের ক্ষেত্রে মেট্রো রেল ও অন্যান্য গণ–পরিবহণ ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থায় বিনিয়োগের বিষয়টির ওপর তিনি বিশেষভাবে জোর দেন। শহরাঞ্চলে মেট্রো রেলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক সম্ভাবনার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার কথাও তিনি বলেন।

বেইজিং–এর এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের সিনিয়ার ইনভেস্টমেন্ট অপারেশনস্ স্পেশালিস্ট শ্রী সুন–সিক–লি জানান, এআইআইবি ভারতকে দেওয়া ঋণের পরিমান ১৭০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি মার্কিন ডলার করবে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীন পরিকাঠামো, নীতি ও অর্থ বিষয়ক দপ্তরের যুগ্ম সচিব ডঃ কুমার ভি প্রতাপ বলেন, উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা ও পরিবেশের কথা মনে রেখেই দ্রুত গণ–পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা একইসঙ্গে অর্থ সাশ্রয়কারী পরিষেবা দিতে সক্ষম হবে। কেন্দ্রের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তে আর্থিক দিক থেকে সাশ্রয়কারী গণ–

পরিবহন ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকর বলে তিনি উল্লখ করেন।

কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন ও পরিবহন বিষয়ক দপ্তরের যুগ্ম সচিব মুকুন্দ কুমার সিনহা বলেন, আগামী ৫ বছরে দ্রুত গণ–পরিবহন ব্যবস্থার জন্য ব্যয়ের পরিমান ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরশুরাম সিং জানান, কলকাতায় মেট্রো রেলের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি একটি বড় সমস্যা। মেট্রো রেল সম্প্রসারনের পথে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও অন্যান্য ঘরবাড়ি থাকায় তা অনেক ক্ষেত্রেই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও শহরে মেট্রো রেল সম্প্রসারনের কাজ চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লখনৌ মেট্রো রেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কুমার কেশব এবং ব্যাঙ্গালোর মেট্রো রেল কর্পোরেশনের এক্সজিকিউটিভ ডিরেক্টর দীপা কোটনিস। ব্যাঙ্গালোর মেট্রোর সম্প্রসারণ এবং মেট্রো তৈরির জন্য বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ চলছে। পুরো খরচের অর্ধেক ঋণ নিয়ে এবং অর্ধেক বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞাপন বা এটিএম বা অন্যান্য আয় ভিত্তিক জিনিসেই গড়ে উঠবে ব্যাঙ্গালোর মেট্রো। সবাই স্বতস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসেছে এবং কাজে হাত মিলিয়েছে। এদিন এমআরটিএস–এর সুযোগ সুবিধা এবং বিনিয়োগ নিয়ে এক আলোচনায় একথা বলেন।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক, এআইআইডি, অ্যাসোচেম এবং রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, আরআইএস–এর যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন আগামী ২২ থেকে ২৭ জুন মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে। দেশ জুড়ে বিভিন্ন শহরে মোট ৮টি আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

মাঙ্গলিকী

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

শব্দের ঝংকার

(সম্পাদক–সুনীল মুখোপাধ্যায়/৩৯ বর্ষ জানু–মার্চ ২০১৮ সংখ্যা) – পত্রিকাটির জোরের জায়গা কবিতা। ভীম ঘোষ, তিস্তা বেজ, ঝুনু ভৌমিক, পাপিয়া দে দাস, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তা কর রায়, সোমনাথ বেনিয়া, প্রদীপ পাইক, সুতপা মুখার্জী, অমর কুমার দাস, সন্ধ্যা ধাড়া ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। গল্প কটি কিন্তু আদৌ জমল না। গল্প নিয়ে কোনও পরীক্ষা নিরীক্ষা কি নিষিদ্ধ! অন্যন্য পত্রিকার প্রকাশ ও বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবরাখবর নিয়মিত ছাপেন এঁরা। পত্রিকাটির অভিজ্ঞতার ঝুলি যথেষ্ট তবু পাতায় পাতায় অক্ষর বিন্যাসে কোনও শৃঙ্খলা নেই কেন! আগাগোড়া একই Font ব্যবহার করলে পাঠে সুবিধা হয়, আশাকরি পত্রিকার ভারপ্রাপ্তরা এদিকটায় সতর্কতা অবলম্বন করবেন। পত্রিকার ঠিকানা – ১/২/৩ ব্যাপটিষ্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড, সালকিয়া, হাওড়া – ৭১১ ১০২ / 9830319821।

গানের ভুবন

(জয়ন্ত রসিকের গীতি–কাব্য সংকলন/প্রকাশক – ইদানীং, কল–৯/দাম ১০০ টাঃ)–প্রখ্যাত নাট্যকার, সাহিত্যিক তথা গীতিকার জয়ন্ত রসিক রচিত এক গুচ্ছ গানের মুদ্রিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটিতে। অনেকগুলি গান দুই বাংলা তথা বিশ্বের স্মরণীয় মনীষী, সাহিত্যিক, কবি–দের উদ্দেশ্যে রচিত। কয়েকটি গানে বাংলা ভাষার বন্দনা। একেবারে শেষ পর্বে কিছু মজারু গানও রয়েছে। যেহেতু মুদ্রিত কবিতার গীতিরূপ পাঠের মাধ্যমে রসাস্বাদন করা অসম্ভব, তাই সুরারোপের গুণাগুণ বিচার করা গেল না। অক্ষর বিন্যাস ও বাঁধাই–এ আরও একটু যত্ন প্রত্যাশিত ছিল।

শিল্প মনন

(প্রধান সম্পাদক–কল্পনা দাস/উতসব সংখ্যা ও বইমেলা সংখ্যা/মূল্য ১০০ টাকা) প্রায় সাড়ে তিনশ পাতার হৃষ্টপুষ্ট কলেবর এই সংখ্যাটির অতিথি সম্পাদক শিক্ষাবিদ্ ড.অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। বেশ কয়েকটি বৈচিত্রপূর্ণ নিবন্ধ রয়েছে প্রথমে। পুর্ণেন্দু পত্রীর কৈশোর জীবনের কথা কিন্তু অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজো, বহির্বঙ্গে দুর্গাপূজা, মহিষাদলের রথযাত্রার ইতিহাস, পাঁশকুড়ার ইতিহাস, বাংলার ঘরে কালী মূর্তির আগমন, টুসু নাচ ও পুরুলিয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ের নিবন্ধ পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

তীর্থঙ্কর সরকারের লেখাগুলি ডায়েরির ছঁড়ো পাতা কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গিয়েছে, পাঠকেরা একাত্ম হতে পারবেন কিনা সন্দেহ। গল্পাংশে সুব্রত মাইতি ও সমরজিত চক্রবর্তী উজ্জ্বল। সুনীল মুখোপাধ্যায়ের গল্পটি (অজ্ঞাত প্রেম) বড্ড চেনা ছকের। বিন্যাসে কিছুটা অভিনবত্ব আনলে হয়তো অন্য মাত্রায় পৌঁছাতে পারত। কবিতা পর্বের দুর্বলতা কিছুটা খারিজ করার চেষ্টা করেছেন আশিস মিশ্র, দেবাশিস মাঝি, ঝুনু ভৌমিক। ভালো কবিতার অভাব এ সময়ের কবিদের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। শিল্প মননের এই সংখ্যায় অক্ষরের আয়তন হঠাত হঠাত ক্ষুদ্র থেকে অতি ক্ষুদ্র আকারে ছাপা হয়েছে যদিচ ছাপা–পত্রিকার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে হরফের নির্দিষ্ট আয়তন বা Font বঁধে দেওয়া। অক্ষরের হ্রাস বৃদ্ধি পাঠকের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রচুর ছাপার ভুল চোখে পীড়া দেয়, খোদ নজরুলও রেহাই পান নি। বিজ্ঞাপনের আধিক্য পত্রিকাটিকে প্রায় পঞ্জিকার পর্যায়ে নিয়ে গেছে, ৯৪ পাতার পত্রিকার সাথে ২০০–র অধিক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের ভিড়, ভাবা যায় !

অনুভবের আকাশ ছুঁয়ে

(সুশীল দাসের কাব্য গ্রন্থ / প্রকাশক – শ্রীভারতি প্রেস, কলকাতা–৪৭ / দাম ৯০ টাঃ) বইয়ের ঘোষণা অনুযায়ী এটি কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রায় ৪৮ টি কবিতা নিয়ে এই সংকলন। ভালবাসার তীব্র টান পাঠকদের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। তুমি হাসলে, দু–চেখ ভরে দেখি তোমায়, তোর সাথে, হল না তোমায় পাওয়া, আবার যদি তোমাকে পাই, তুমি যদি চাও, আমার তুমি ইত্যাদি কবিতা কবির প্রেমিক মনের প্রকাশ। তুলনামুলকভাবে প্রকৃতি নিয়ে লেখা কবিতা প্রায় নেই। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মূল্যবোধ–কে ঘা দিয়ে সচেতন করে আমার কোন দেষ ছিল না, যাওয়া হয়ে ওঠেনি, বিপন্নতা প্রমখ কবিতায়। লেখকের অনুভবের দুনিয়ায় পাঠকেরা তৃপ্ত অবগাহন করতে পারবেন। বানান ভুল (নাকি ছাপার ভুল !) বিবর্তন কবিতাটিকে প্রায় বিপন্ন করে তুলেছে। ছাপা / প্রচ্ছদ মোটামুটি।

বৃষ্টি রাতের কাছে

(অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য গ্রন্থ / স্রোত পাবলিকেশন, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ / দাম ১০০ টাঃ) ২০১২ থেকে ২০১৪–র মধ্যে লেখা কবিতা থেকে নির্মিত কবির তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ এটি। কবিতাগুলি একরাশ মেঘের মত, ভিজিয়ে দিয়ে যায় মন। আসলে জীবনকে খুঁজে ফেরা কবিতার পথ ধরে। পাশে থেকো নিরন্তর, অমিতৌজা, বাঁধন, খাঁজ – এমন সব কবিতার পানসি বেয়ে কবি নিজেকে খাঁজার পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। মাটির কাছে গচ্ছিত শিকড় খুঁজে পেতে চেয়েছেন। শিউলি ঝরার শেষবেলাতে, এভাবেই দীর্ঘায়ত হও, ছুঁয়ে দিলাম তোমার মন – প্রমুখকে এই গ্রন্থের সেরা কবিতাগুলির অন্যতম বলে চিহ্নিত করা যায়। ছাপা ও প্রচ্ছদ চমতকার।

এখন সময়

(অমর কুমার দাসের কাব্য গ্রন্থ / প্রকাশক – পূরবী দাস, সুভাষনগর, কাকদ্বীপ / দাম – ৫০ টাঃ) – কাব্যগ্রন্থটিতে আশিটিরও অধিক কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। নানা রসের কবিতা রয়েছে। কবি জীবনকে ভালোবাসেন। আশা রাখেন ভালবাসার মন্দিরে পরম্পরা ফিরে আসবেই (এখন সময়)। ঝর্ণার মতন কবিতায় কবি সোচ্চারে বলতে পারেন, আমি ঝর্ণার মতো ঝরে ঝরে শেকল ভাঙার গান শোনাব ..। পাল্টে ফেলি কবিতায় উনি স্বীকার করেছেন, ইচ্ছে করে অসংখ্য হয়ে যাই, কালের বর্ণমালা পাল্টে ফেলি। প্রকৃতির গোপন সাম্রাজ্যেও তিনি চোখ রেখে জানতে চেয়েছেন, কতো দিন ঠিক কতো দিন / বৃক্ষের পাতা ঝরে পাতা গজায়। আশার কথা বলেন কবি, যা কিছু হবার তাতো ঠিক আছে / পদ্মরা সকালে ফুটবেই। কবিতাগুলি ঝরঝরে তবে কবিতা নির্বাচনে আরও কঠোর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যা কিছু ডায়েরির পাতায় লেখা হয়েছে, তার সবগুলিই যে প্রকাশযোগ্য হবে এমনটা খুব কমই ঘটে। কবিতার ভিড়ে বইটি প্রায় হাঁসফাস করে। প্রচ্ছদ ও ছাপা যথাযথ।

এবং আছি কিন্তু নেই

(সুযশজ্যোতি রায়ের কাব্যগ্রন্থ / প্রকাশক – আকিঞ্চন, হরিদেবপুর, কলকাতা–৮২ / মুল্য ১০০ টাঃ) যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি সম্ভবতঃ লেখকের প্রথম গ্রন্থ। বেশ কিছু ছড়াও রয়েছে। স্বপ্ন, অনুভবের কবিতা, হৃদয় ভালো আছিস্, চুপ্, মেঘ মেদুর ইত্যাদি কবিতাগুলি মন ভালো করে দেয়। পাশাপাশি পাকা দ্যাখা, ফিরে দ্যাখা, আধুনিক পদ্য, বইমেলা ইত্যাজি ছড়া ভালো সঙ্গত করেছে। কবিতা ও ছড়াদের খাপছাড়াভাবে ছাপা হল কেন, ওদের কি আলাদা আলাদা ভাবে বিন্যাস করা যেত না ! প্রচ্ছদ / ছাপা সুন্দর।

সত্তর আশির গল্প

(মানস কুমার মণ্ডল–এর গল্প সংকলন/ প্রকাশক – প্রিয়শিল্প প্রকাশন, যাদবপুর, কলকাতা–৩২/ দাম ১০০ টাঃ) – সতেরটি বাছাই গল্প নিয়ে সদ্য প্রকাশিত এই সংকলনটি লেখকের প্রথম গ্রন্থ। গল্পগুলি সত্তর ও আশির দশকের পটভূমিকায় লেখা। বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত গল্পগুলিকে তুলে এনে বর্তমান বইটিতে সংকলিত হয়েছে। গ্রাম, শহরতলীর ও মহানগরীর নিরন্ন, প্রায়–সব–হারানো মানুষদের কথা নিপুণ কলমের আঁচড়ে তীব্র ভাবে পাঠক–মনে রেখাপাত করে। চরিত্রগুলির মুখে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করে লেখক তাদের আরও বেশী করে কাছে আনতে পেরেছেন। গল্প শেষ করার পরে পাঠকেরা নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হতে বাধ্য হবেন। অনেক অপ্রিয় (?) প্রশ্ন আমাদের বিবেক –কে বিব্রত করবে। সমাজের প্রান্তসীমার সেই সব চরিত্রগুলির প্রতি লেখকের মমতা পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে। মানবিকতা, কর্তব্য প্রভৃতি শব্দগুলির নতুন মাত্রা লাভ করেছে। খোকা গল্পে মঙ্গলার সব–হারানোর হাহাকার, টোকা গল্পে শম্ভুর অসহায়তার, বাতাসী গল্পে সমাজে প্রায় ফালতু বাতিল একটি মানুষের মধ্যে মানবিক–গুণের ঝলক পাঠকের মনের গভীরে আলোড়ন তোলে। গল্পগুলিতে ইচ্ছাপূরণের রঙীন ফানুসের ছবি কোথাও আঁকা হয় নি। মানস মণ্ডলের ক্যানভাস নিরপেক্ষভাবে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো দেখিয়েছে। লেখকের কলম যথেষ্ট সংযমী, কোথাও অতি–কথনের ভারে আক্রান্ত হয় নি, ফলে গল্পগুলি নির্মেদ। গল্পগুলি সত্তর কিংবা আশির দশকের চিত্র তুলে ধরলেও, আজও ভীষণভাবে সমকালীন, সর্বহারাদের বঞ্চনা তেমনি চলেছে আজও। মানস মণ্ডলের প্রথম গল্প–গ্রন্থটি আয়েশি পাঠকদের আলস্য ঝেড়ে উঠে বসতে বাধ্য করবে।

ফেস বুকে গল্প

বই সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন : যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বই পড়ার আগ্রহ কমে যাচ্ছে।আজকের নবীন প্রজন্মকে গল্প,উপন্যাসের বইয়ের পাতায় নিমগ্ন থাকতে খুব একটা দেখা যায়না।ফলে বাংলা ভাষার সাহিত্য চর্চা অনেক কমে গেছে।এর সাথে আছে আর্থ সামাজিক পরিবেশে নানা সমস্যা যা মনের ওপর প্রভাব ফেলে।নেট দুনিয়ার সৌজন্যে এখন অল্প সময়ের মধ্যে সকলে সব কিছু জেনে নিতে চায়।ঠিক এই কারনে 'গল্পের সন্ধানে' একটি ফেস বুক গ্রুপ পাঠকের কাছে গল্প পরিবেশনের উদ্যেশ্য নিয়ে তৈরী হয়েছে।অনেক নবীন লেখক,লেখিকাদের গল্প ফেস বুকে দেখা যায় যা বেশ সংবেদনশীল এবং পাঠকের কাছে প্রচুর লাইক কলেন্টের মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।এই রকম ফেস বুক থেকে উঠে আসা জনপ্রিয় লেখিকা অর্পিতা সরকার তাঁর ১২ টি ভিন্ন স্বাদের ছোট গল্পের ডালি নিয়ে গল্প সংকলন 'দেখা না দেখায় মেশা' বিভা প্রকাশনীর তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠকের কাছে ইতিমধ্যে বেশ সমাদৃত হয়েছে।গল্পগুলি সব কাল্পনিক চরিত্রের হলেও কিন্তু মনে হতে পারে চরিত্র ও ঘটনা যেন খুব চেনা।আমাদের জীবনের চারপাশে ঘটে চলা বিষয়গুলি যেন গল্পের উপাদান।এবার কলকাতার বইমেলায় অর্পিতা সরকারের সদ্য প্রকাশিত গল্প সংকলন ' দেখা না দেখায় মেশা'বইটি বিভা প্রকাশনের স্টলে পাওয়া যাবে।

শব্দের ঝংকারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার ৩৯তম বার্ষিক অনুষ্ঠান জীবনানন্দ সভাঘরে ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন পত্রিকার সঙ্গীত বিভাগের শিল্পীগণ সুদীপা মজুমদার, স্বাগতা পাল, সুপ্রিয়া চক্রবর্তী, নীপা চক্রবর্তী, রশ্মি গাঙ্গুলী। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মঞ্চে ছিলেন ঋষিণ মিত্র, সুজিত দেব সরকার, সোমনাথ সরকার, বিজয়লক্ষ্মী চৌধুরী।

সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করে 'মালঞ্চ' আবৃত্তি সংস্থার শিশুশিল্পীরা। আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো কবি অমর কুমার দাসের কাব্যগ্রন্থ 'এখন সময়', কার্তিক পাত্রর 'কবিতায়ণ', বিজয় মাল–এর 'যুগ কণ্ঠে কে তুমি'। সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় কবি অর্ঘ্য রায়কে। সম্বর্ধনা প্রদান করেন আজাদ আকাদেমির পক্ষে তাপস চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রতীক চক্রবর্তী, বনানী ব্যানার্জী, হৈমন্তী পাল, সুজাতা সাহা, শ্যামল বিশ্বাস। গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন সঙ্গীত বিভাগের শিল্পীরা। ভাষ্যপাঠে শান্তা কর রায়। কবিতাপাঠ, আবৃত্তি করেন ৬৫ জন। সমগ্র অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ও সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিকশিল্পী শান্তা কর রায় ও স্বপন পাল। বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছিলেন ১১৪ জন কবি শিল্পীগণ। বসার জায়গা না পেয়ে অনেকেই পিছনের সারিতে ধৈর্য্য সহকারে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সম্পাদক ঘোষণা করেন পরের অনুষ্ঠানগুলি করা হবে বাংলা আকাদেমি হলে যাতে সকলেই বসতে পারেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বার্তা সম্পাদক নুরুল ইসলাম খান।

সংযোজন : দিনে দিনে 'শব্দের ঝংকার' তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বড় করে চলেছে। 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'!...

স্বামী যোগানন্দের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ৫ মার্চ সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহের ৫, কেদার নাথ ব্যানার্জী রোডে (জন্মভিটা) সম্পাদক শিবশংকর রায়চৌধুরীর পরিচালনায়, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর সঞ্চালনায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণের দীক্ষিত পার্ষদ, স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ ধন্য ও রাজা সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের সুযোগ্য পুত্র 'স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের' ১৫৮ তম শুভ জন্মতিথি মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। রামকৃষ্ণ, মা সারদা, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও যোগানন্দের মহান জীবনী ও অমর বাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী সুবীরানন্দ, কমলস্থানন্দ ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শোভা চক্রবর্তী। তবলা বাজান কার্তিক ব্যানার্জী। এছাড়া মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভোগ নিবেদন এবং অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সন্তোষপুরের (যাদবপুর) মাতৃসংঘের সদস্যাবৃন্দ অংশগ্রহণ করলেন ১৭/২/১৮ তারিখে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের জন্ম তিথি উপলক্ষে আয়োজিত সংঘের বিশেষ পূজায়। পূজার দায়িত্ব পালন করলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রমানন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথ।

কাল রজনী

পার্থ সারথি সরকার

এক মুঠো ভাতের থালা
ছেলে ঠেলে দেয় মায়ের দিকে
ভাত ভিজে যায় চোখের জলে
ভাত চেয়ে থাকে করুণ চোখে

বাড়ি কাটা ছেঁড়া হয়ে গেলে
ছেলেরা মদের উল্লাসে ঝোঁকে
সিঁড়িতে নেমে বাঘ দাঁত মেলে
ছেলেরা দরজা দেখায় মাকে
স্বামীর স্মৃতি এই ভিটে আর নিমগাছ
রক্ত ঝরায় তাঁর বুকে
অন্ধকারের কালো পাথরে
শোক তাঁর মাথা ঠোকে
বাড়ি চলে যায় প্রোমোটারের হাতে
বৃদ্ধা মা কাঁদে চৌরাস্তার ফুটপাথে
বিচারের কার্নিসে ডানা ঝাপটায় প্রার্থনা ...

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

রাখী বিষয়ক কবিতা

মানস চক্রবর্তী

মেকি প্রেম–প্রীতি দিয়ে
বেঁধে দিলি রাখী,
ভালো করে ভেবে দেখ
কাকে দিলি ফাঁকি।

প্রতি হাতে রাখী তবু
চারিদিকে রক্ত,
কালো হাত চিনে নেয়া
আজ খুবই শক্ত

হাতে হাতে রাখী তবু
দিকে দিকে হানাহানি !
মন থেকে ঘুচলো কি
আজ সব শয়তানি ?

(উত্তর বাওয়ালী, বজবজ–২)

ঘরের ভেতর ঘর

ভীম ঘোষ

শিল্পী মনে তোলপাড় করে
একান্ত নিশ্চুপ।
যাকে স্পর্শ করতে গেলে
পার হয় বহু বছর।
কোনো এক প্রতিবেশীর হাত ধরে
কিংবা প্রবাসীর জীবন দর্শনে,
পৌঁছে যাই ঘরের ভেতর ঘর।
তৃপ্তি পাই, তেষ্টা মেটাই।

(শতল, কলসা,দঃ২৪ পরগণা)

হোলির দিনে

সনত্ ঘোষ

ফাগুন যে আজ মাতোয়ারা
আবীর রঙে রঙীন
সেই রঙেতেই মাতুক সবাই
আজ যে হোলির দিন।

থাকবে না আর বন্দী হয়ে
ছোট বড় কেউই
পিচকারী আর আবীর হাতে
অন্যকে রাঙাবেই

শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ
মিষ্টি মুখের সাথে
বিবর্ণতা যাক ঘুচে সব
এই হোলির রঙেতে

ফাগুন আনুক খুশীর জোয়ার
আনন্দে ভরেছে প্রাণ।
হিংসা দ্বেষ হানাহানি যত
হোক সব অবসান।

(খালোড়, বাগনান, হাওড়া)

উজ্জ্বল রবে মানস–পটে

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

খবর পেয়ে আমরা শোকে বন্দী
নেইকো ধরায় পত্রিকা–প্রাণ প্রিয় রথীন্দ্র নন্দী
নিষ্ঠা ঢেলে, শ্রম ঢেলে করতেন সব কাজ
ভাবলে বড়ই ব্যথা জাগে, নেইকো উনি আজ।
সরল হাসি, সরল হয়ে, উধাও হল বটে
তাঁর চিত্র উজ্জ্বল রবে সবার মানস পটে।

(পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা–১৬)

অবিনশ্বর

তাপস মাইতি

সে – কি চোখের পর্দার নীচে সুন্দরী
নাকি তারার ওপরটায় ?
হতে পারে, দৃষ্টির ভেতর
কিংবা চেয়ে থাকার মধ্যে
সে নয় অপূর্ব অ–সুন্দরী

তবে একসময় সে যা নির্মিত হয়
তার থেকে দেখার এক আশ্চর্য
মহিমার রূপ আমরা
উপমা টানি সূর্যাস্তকে দিয়ে –

হ্যাঁ আমাদের অহিংসার মধ্যে
সেই প্রথম কোন আকাশের নক্ষত্র
সৃষ্টি হয়, আর অবতার কল্পে
উন্নীত সমস্ত
ভালোবাসা ও যত্নে,
যেটা কিনা অবিনশ্বর কৃষ্টি বহনে

(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

বিষাদের সুর

অদৃশ্যনাথ

কি লেখা লিখব বলতো
কি গান গাইব আজ
চারিদিকে শুনি হিংসার ধ্বনি
বিনা মেঘে পড়ে যেন বাজ।

যেদিকে তাকাই শুধু দেখে যাই
আর চুপ করে নির্বাক হয়ে রই
বুকফাটা এই সমাজের কথা
বলো না গে কারে কই !

বৃষ্টি আজ রক্ত হয়ে ঝরে
কি আবাদ করবে বলো তাতে
এই বন্ধ্যা সমাজ সৃষ্টি ভুলে গেছে
রক্ত ঝরার আবেগে আছে মেতে।

কি গান গাইব বল
সবেই যেন বিষাদের সুর বাজে
তবু যেন ফোটে অন্তরে গোলাপ
হৃদয়ে হৃদয়ে এ বিশ্ব মাঝে !

(কলকাতা)

অসুখ

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় পতিতুণ্ড

কিশোরীদের অসহায় চিৎকার আসে কানে,
বুঝতে পারি, তবু যেতে পারিনা
আমি অসুস্থ ? সমাজ অসুস্থ ?
কালো পোষাকে মোম হাতে মিছিলে যাই
এই আমরাই। সবাই সুস্থ।
শুধু ডুবে যাচ্ছি অগাধ জলে
ভয় পেয়ো না। ডুবতে ডুবতেও
হাত উপরে তুলে নেড়ে যেও।

(গড়িয়া, কলকাতা)

ফেরিওয়ালা

সুব্রত সুন্দর জানা

রেলগাড়ীতে, বাস স্টপেজে কিংবা পথের বাঁকে
মাথায় নিয়ে মালের ঝাঁকা ফেরিওয়ালা হাঁকে
কেউ বা বেচে ছোলা বাদাম, কেউ বা বেচে ফল
কারোর মাথায় হরেক জিনিষ, কাঁধের ব্যাগে জল।
ঘাম ঝরিয়ে ফেরি করে সারাটা দিন ধরে
শ্রান্ত শরীর নিয়ে ফেরে সাঁঝের বেলা ঘরে।
ফেরিওলা দেখলে লোকে হয় না তো কেউ খুশী
কেনাকাটা যেমন তেমন কথা শোনায় বেশী।

কম পয়সায় দিন কাটে না হাঁড়ি চড়ে না রাতে
স্বপ্ন দেখে নতুন সূর্য উঠবে আবার প্রাতে
দোকান আছে বাজার আছে, আছে শপিং মল
তাদের পাশেই ঘুরে বেড়ায় ফেরিওলার দল।

(গণেশনগর, নামখানা, দঃ২৪ পরগণা)

তোকে দেখব বলে

শেফালী সরকার

তোকে দেখব বলে, এ মন আকুল হয়েছে প্রিয়া
প্রদীপ নিয়ে হাতে কখন আসবি ঘাটে
ওরে হৃদয় হরণিয়া
সাঁঝের প্রদীপ আসাবি কাকে স্মরণ করে নদীজলে?
আমার এ মন তোর কাছে ছুটে যায়
যেন সমীরণ জলে ঢেউ তোলে।
দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে খেয়া পার হব বলে –
যখনি এলাম ঘাটে,
দেখি তুই লাল শাড়ী পরে, রাজরাণী হয়ে
এসে দাঁড়ালি নদীতটে।
ওপরে নীলাকাশ তারারাজি, নীচে তারা হয়ে
প্রদীপ ভেসে যায় স্রোতের টানে
মুগ্ধ চোখে তোকে দেখি, তোর চোখ জানিনা
কি খোঁজে জলের পানে চেয়ে আনমনে !
তোকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি
তাইতো তোর খেয়াঘাটে বারবার ফিরে আসি।
অপেক্ষা করি অনন্তকাল, কখন তোর নৌকা
আবার করবে খেয়াপার।

(মুর এভিন্যু, কলকাতা–৪০)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

নয়া অমর–আকবর–অ্যান্টনির ধাক্কায় চুরমার বেঙ্গল টাইগার্স

অরিঞ্জয় মিত্র

শার্দুল ঠাকুর, সিরাজ ও ওয়াশিংটন সুন্দর। সংক্ষেপে বলা চলে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন অমর–আকবর–অ্যান্টনি। আর এই ত্রয়ী বোলিং আক্রমণের দাপটে রীতিমতো গুটিয়ে গেল বাংলাদেশ। বেঙ্গল টাইগারদের এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণের থেকেও ভারতীয় ক্রিকেটের এই নতুন ত্র্যহস্পর্শে পুরো কেঁপে উঠল বিশ্ব ক্রিকেট। বিশেষ করে আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দল যেন সব দিক থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা প্রস্তুত। আর আমরা আসছি, এই ডাক শুনে নিশ্চিতভাবে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে বিশ্ব ক্রিকেটের অনেক নামিদামি ব্যাটসম্যানের। অধিনায়ক বিরাট কোহলি, প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি, প্রধান স্ট্রাইক বোলার ভুবনেশ্বর কুমাররা বিশ্রামে। তাও রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে একেবারেই মনে হয় নি দুর্বল বলে। শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে আয়োজক দেশের বিরুদ্ধে একমাত্র পরাজয়। তারপর টানা তিনটি ম্যাচ জিতে এই সিরিজের ফাইনালে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল 'টিম ইন্ডিয়া'। আগাগোড়া সিরিজে রানের মধ্যে রয়েছেন সহ অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান। বরং কিছুটা অফ ফর্মে দেখা যাচ্ছিল অধিনায়ক রোহিতকেই। সেই রোহিত শর্মাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচ জয়ের অন্যতম নায়ক হয়ে উঠলেন। রান আউট হওয়ায় অল্পের জন্য ফসকে গেল শতরান। তা বলে কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যাবে না রোহিতের আধিপত্যে ভরা ইনিংসকে। বস্তুত, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি থেকেই শিখর ধাওয়ান ও রোহিতের এই যুগলবন্দী রানের মধ্যে রয়েছে। তার আগে অবশ্য দেশের মাটিতে একের পর এক বিদেশি টিম বধে এই জুটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরো আনকোরা নতুন ছেলেদের নিয়ে এভাবে পরের পর ম্যাচ জয়, তাও আবার বিদেশের মাটিতে নিঃসন্দেহে উল্লেখজনক সাফল্য। বোঝাই যাচ্ছে ভারতীয় দলের রিজার্ভ বেঞ্চও বিশ্বকাপের আগে সমান ভাবে তৈরি। এদিন বাংলাদেশ বধে তাই রোহিতের অসাধারণ ইনিংসের পাশাপাশি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে ওয়াশিংটন সুন্দরের ৪ উইকেট পাওয়ার কথাও। তাছাড়া এই সিরিজে প্রথম থেকেই অসাধারণ বোলিং করে চলেছেন শার্দুল ঠাকুরও। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের একেবারে শেষের দিকে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়িয়েছিলেন শার্দুল। আর সেই টেম্পো এখনো সমানভাবে অব্যাহত রয়েছে শ্রীলঙ্কার মাটিতেও। বাংলাদেশের সঙ্গে ম্যাচে অপর পেসার সিরাজকে তাই দেখে নিতে ভুল হয়নি টিম ম্যানেজমেন্টের।

এমনিতে আগামী বিশ্বকাপের আগে ফার্স্ট লাইন আপ তৈরি টিম ইন্ডিয়ার। বোলিং আক্রমণে ভুবনেশ্বর কুমারকে সঙ্গত করার জন্য রয়েছেন যশপ্রীত বুমরাহ, উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মারা। এদের সঙ্গে এখন প্রথম দলে আসার লড়াই নিশ্চিতভাবে চালাবেন শার্দুল ঠাকুর, ওয়াশিংটন ও জয়দেব উনাদাটকররা। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রোটিয়াদের ল্যাজে গোবরে করতে যুজবেন্দ্র চহ্বাল ও কুলদীপ যাদব যে ভূমিকা নিয়েছেন তা অসামান্য। এদের চায়নাম্যান স্পিন বোলিং বুঝতে কার্যত নাকানিচোবানি খেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা। আর এই পারফরমেন্সের জন্যই ভারতীয় ব্রিগেডের স্পিন আক্রমণ সামলানোর ক্ষেত্রে এই জুটিতেই ভরসা করা হচ্ছে। বস্তুত কিছুদিন আগেও ভারতীয় স্পিন অ্যাটাক বলতে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার কথা ভাবা হতো। বোলিং–এর পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও এরা কামাল করতেন। কিন্তু হালফিলে জোড়া চায়নাম্যান যুজবেন্দ্র চহ্বাল ও কুলদীপ যাদবরা যে দক্ষতায় বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটিং লাইন আপকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন (তাও আবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে) সেক্ষেত্রে অন্যদের কথা ভাবাই যাচ্ছে না। সেজন্যই হয়তো রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে দেখা যাচ্ছে ঘরোয়া ইরানি ট্রফিতে লেগ স্পিন বোলিং করতে। অর্থাৎ যে কোনও মূল্যে দলে ফিরতে মরিয়া অশ্বিনরা বুঝে গেছেন এছাড়া আর গতি নেই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে সব থেকে উপকৃত হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান তা হল ভারতীয় ক্রিকেট। একই সঙ্গে সমমানের এত প্রতিভা উঠে আসা অত্যন্ত দুর্লভ বলেই বিবেচিত হচ্ছে। এর সঙ্গে কোহলির মতো বিরাটাকার ব্যাটসম্যান তথা অধিনায়ক যে কোনও দলের সম্পদ। সুরেশ রায়না, মনীশ পাণ্ডেরা হয়ে উঠছেন নির্ভর যোগ্যতার প্রতীক।

একযুগ পরেও টানা জিতে চলেছেন রজার ফেডেরার

যুধিষ্ঠির নস্কর : বয়সটা যেন ক্রমশ কমেই চলেছে টেনিস তারকা রজার ফেডেরারের। একযুগ আগের সেরা পারফরমেন্স ফের বেরিয়ে আসছে তার ঝুলি থেকে। যার জেরে হাঁটুর বয়সী টেনিস তারকারাও কেমন যেন ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে। কিন্তু সত্যি তো কী তার রহস্য। এই বয়সেও গ্র্যান্ডস্ল্যাম–সহ একের পর এক টুর্নামেন্ট তিনি শুধু জিতে চলেছেন তা নয়, রীতিমতো টানা ম্যাচ জয়ের রেকর্ড এখন তার ঝুলিতে। এই বছরটার কথাই দেখুন না কেন, এখনও পর্যন্ত সব ধরনের ট্রফি জেতা শুধু নয়, একটানা ১৫ টি ম্যাচ জিতে বসে আছেন রজার। ঠিক এক যুগ আগে, ২০০৬ সালে একটানা ৩৫টি ম্যাচ খেলে ৩৪টিতে জয়ের শিরোপা ছিল তার কেবিনে। এবার হয়তো সেখানেও নতুন মাত্রা যোগ হতে চলেছে। অথচ এভাবে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রেখে টানা পারফরমেন্স করে যাওয়ার নমুনা ক্রীড়া বিশ্বে খুবই কম।

১৬ বছরে কেরিয়ার শুরু করে প্রায় ২৩–২৪ বছরের দীর্ঘায়িত কেরিয়ার অনেকটা এভাবেই গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট তথা বিশ্ব ক্রিকেটের আইকন শচীন তেন্ডুলকর। বলা হত সংযমী জীবনযাপন ও শারীরিক দক্ষতা চূড়ান্তে থাকার জন্যই শচীনের এই সাফল্য। এছাড়াও শচীন বা হালফিলে রজার ফেডেরারদের এই দীর্ঘায়িত ক্রীড়া জীবনের পিছনে যোগ–থেরাপিরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। ফেডেরার তো গর্ব করেই বলছেন, তিনি ভাবতেই পারেন নি এই বয়সে গিয়েও এখনও সক্ষমতা ও সাফল্যের গ্রাফ এতটা উর্দ্ধে থাকবে তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই আর পাঁচজন সফল মানুষের মতো এই কৃতিত্বের জন্য স্বভাব বিনয়ী রজার ফেডেরার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পরমেশ্বরকে।

টেনিসে এর আগেও বিয়ন বর্গ, জন ম্যাকেনরো,জিমি কোনার্স, ইভান লেন্ডল, বরিস বেকার প্রভৃতি অনেক তারকারই ঘটনাবহুল আবির্ভাব লক্ষ্য করেছে। বস্তুত নিজ নিজ সময়ে এরা এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই জায়গায় আসীন হন রজার ফেডেরার। আর তিনি যে লম্বা রেসের ঘোড়া তা বোঝা গিয়েছিল এই মহান তারকার কোর্টে আসার সময়কাল থেকেই। যা এখনও দ্রুতগামিতার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ নিয়ে তার কেরিয়ার দীর্ঘজীবী হোক এই প্রার্থনাই থাকল সর্বাগ্রে।

ক্যান্সার জয়ী রেবা দৌড়ে চলেছেন প্রতিযোগিতার আসর

মলয় সুর

ক্যান্সার বিজয়ী সত্তরোর্ধ বয়সেও দৌড়ে চলেছেন রেবা ভট্টাচার্য। তবে তাঁর গণ্ডি শুধুমাত্র এ রাজ্য বা দেশে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের বাইরেও বহু জায়গায় দৌড়েছেন রেবাদেবী। তিনি একাধিক জাতীয় মাস্টার্স ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে পুরস্কার অর্জন করে আসছেন। বহুমুখী প্রতিভাধর এই অ্যাথলিট। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে মহম্মদ এম এ আজাদ স্টেডিয়ামে জাতীয় মাস্টার্স গেমসে রেবাদেবী ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা, এছাড়া ১০০ মিটার দৌড়, জেভলিন ও শটপাটে ব্রোঞ্জ জেতেন। এর আগে ব্যাঙ্গালোর এবং কানপুরে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে সোনার পদক জিতে চমক সৃষ্টি করেন। ছেলেবেলা থেকে কলকাতার বেহালা বড়িশা গার্লস হাইস্কুলে পড়াশোনা চলাকালীন তাঁর স্পোর্টস জগতে পায়ে খড়ি হয়। সেই শুরু বিভিন্ন স্কুল ভিত্তিক প্রতিযোগিতায়।

১৯৬৪ সালে রেবাদেবী মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক ধীরাজ ভট্টাচার্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর অ্যাথলেটিক্স জগৎকে আরও সংগ্রাম করে ভাল ভাবে আঁকড়ে ধরেন। পশ্চিম মেদিনীপুরে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের কাছেই তাঁদের বাড়ি। ২০০৯ সালে রেবা দেবী মেদিনীপুর সাত পার্টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাদের এক ছেলে ও মেয়ে এবং বৌমা সকলেই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর সুদীর্ঘ অ্যাথলেটিক্স জীবনে বহু রেকর্ড গড়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে রেবাদেবীর শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ে। এরপর ভেলোরে মহিলা ডাক্তার অরুণা কেঁকড়ের কাছে পুরোদমে চিকিৎসা করান। ওই সময় বেশ কিছুদিন মাঠপাগল রেবাদেবী বিশ্রামে ছিলেন। এই মারাত্মক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েও আবার অ্যাথলেটিক্স মাঠে ফিরে আসেন। এমন কি তাঁর শরীরে সুগার আছে। এই মারণব্যাধি চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু বর্তমানে তিনি অত্যাধুনিক বহু মূল্যের মাঠ 'নোভা দ্য বেস্ট' এতে প্রতিদিন সকালে শরীর চর্চা করেন। ওই ধরনের মাঠে শরীর চর্চার জন্য শরীর অমন চনমনে থাকে। সদ্য চন্দননগরে অনুষ্ঠিত ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্সে তিনটিতে পুরস্কার জিতে সাড়া ফেলে দেন। সেখানেই রেবাদেবীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আগামী এপ্রিল মাসের শেষের দিকে মালয়েশিয়া আয়োজিত ওপেন মাস্টার্স কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করবেন। তারই জন্য তৈরি হচ্ছেন।

খেলার মাঠে উপচে পড়ল ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া লোহাপুর ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ১০ মার্চ দুপুর একটা থেকে অনুষ্ঠিত হল নলহাটি থানার লোহাপুর যুব ক্রীড়াঙ্গন মাঠে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে কাটাগড়িয়া একাদশ ১৬ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিড়ালচৌকি ১৫.৪ ওভারে ১২৬ রানে অল আউট হয়ে যায়। মাত্র দুই রানে জিতে টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয় কাটাগড়িয়া একাদশ। টুর্নামেন্টে মোট ষোলোটি দল অংশগ্রহন করেছিলো। ফাইনাল খেলা দেখতে মাঠের দুইপাশে উপচে পড়ে ক্রিকেট প্রেমী দর্শকের ভিড়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, নলহাটি–২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিভাষ অধিকারী, বিশিষ্ট ব্যক্তি মনিবুর রহমান।

ক্যারাটের মাধ্যমে আত্মরক্ষার কৌশল

রিম্পি ঘোষ: হুগলি জেলার হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরে খ্রিস্টান মিশন সার্ভিস চিল্ড্রেন্স হোমে কোন্নগরের জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়। সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তী এই হোমের মেয়েদের ক্যারাটের মাধ্যমে আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল শেখান। এই হোমের কর্মী বিনু জানান, প্রায় ১৫০ জন মেয়ে এই হোমে থাকে। যাদের মধ্যে প্রায় ১৫ জন অনাথ। ১৯৮৩ সালে এই হোমটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্লকস্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রকের নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা, 'হেল্প আস টু হেল্প ইউ' এবং গড়িয়া খেলাঘরের যৌথ উদ্যোগে গত ১১ ই মার্চ আয়োজিত হয় একটি ব্লকস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার পাঁচটি ইভেন্টে প্রায় দেড়শো যুবক– যুবতী অংশ নেয়। ইভেন্ট গুলি ছিল– ফুটবল, মার্শাল আর্ট, টাগ অফ ওয়ার, ব্যাডমিন্টন এবং ক্যারম। মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতার দুটি ভাগ ' কাপা ' অর্থাৎ কলা প্রদর্শন এবং ' কপিতা ' অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এশিয়ান কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়ন অভিষেক রায় এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্ল্যাকবেল্ট প্রাপ্ত ৫ বছরের দেবদত্তা চক্রবর্তী। প্রত্যেক ইভেন্টের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক পান। দিন– রাতব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ক্যারাটে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শিহান রজত চক্রবর্তী, নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার জেলা আধিকারিক রঘুমণি চট্টোপাধ্যায়, এনএসএস (ইউনিট ৩) প্রোগ্রাম অফিসার তথা ' হেল্প আস টু হেল্প ইউ ' এর সভাপতি সুদীপ্ত ঘোষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ক্রীড়া কর্মকর্তা কুণাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

মনের খেয়াল

জাদু বর্গের জাদু

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা, এটা হল আসলে একটা সংখ্যার জাদু। যার জন্যে তোমার দরকার একটা পকেট ক্যালেন্ডার (একটা মোটা কার্ডে যাতে ১ বছরের ক্যালেন্ডার ছাপা আছে)। এছাড়া দরকার একটা পেন্সিল।

খেলাটা দেখাবার সময়ে জনৈক বন্ধুকে ক্যালেন্ডার আর পেন্সিলটা দাও। তারপর তাকে বল, তুমি পিছন ফিরলে তাকে এই কাজটা করতে হবে : সে ক্যালেন্ডারটির যে কোনো মাসের ৪টে সংখ্যা খুশি মতো বেছে নিয়ে, সংখ্যা ৪টে কে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে ঘিরবে। তবে তাকে ৪টে এমন সংখ্যা বেছে নিতে হবে যাতে পেন্সিল দিয়ে সংখ্যাগুলোকে ঘিরলে পরে যেন একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়। তারপর তাকে ওই ৪টে সংখ্যা মনে মনে যোগ করে যোগফলটা তোমাকে বলতে হবে। এইভাবে পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা করে তুমি বন্ধুর দিকে পিছন ফিরলে।

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

মনে করা যাক বন্ধু বেছে নিল ক্যালেন্ডারের একটি মাসের ৬, ৭, ১৩, ১৪ তারিখ। যে সংখ্যাগুলোকে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে সে বর্গক্ষেত্র হিসাবে ঘিরল। তারপর সংখ্যা ৪টে মনে মনে যোগ করে যোগফল বলল ৪০। এটা শুনেই তুমি প্রায় সাথে সাথেই বলে দিলে তার বেছে নেওয়া ৪টে তারিখ হল ৬,৭, ১৩, ১৪।

কৌশল : বন্ধুর বলা যোগফল ৪০কে মনে মনে ৪ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল থেকে ৪ বাদ দাও। অর্থাৎ তুমি অঙ্কটার উত্তর পেলে ৬। জানবে ৬ হল এক্ষেত্রে বন্ধুর থেকে নেওয়া প্রথম তারিখ। ৬–এর সাথে ১ যোগ কর। পেলে ৭। ৭ হল বন্ধুর বেছে নেওয়া দ্বিতীয় তারিখ। প্রথম তারিখ ৬–এর সাথে ৭ যোগ কর, পেলে ৬+৭=১৩। ১৩ হল বন্ধুর বেছে নেওয়া তৃতীয় তারিখ। এই তৃতীয় তারিখ ১৩র সাথে ১ যোগ কর। পেলে ১৪। ১৪ হল বন্ধুর বেছে নেওয়া চতুর্থ তারিখ। অতঃপর এই ৪টে সংখ্যা তুমি খুব সহজেই বলে দিতে পারলে। আর বন্ধুও অবাক হয়ে যাবে দেখে যে তুমি তার বেছে নেওয়া ৪টে সংখ্যা ঠিক ঠিক বলে দিয়েছ।

(জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু গ্রন্থাগার থেকে সংকলিত)

পেঁচা কয় পেঁচানি খাসা তোর চেঁচানি...

সোহম হালদার, তৃতীয় শ্রেণি, কে ভি ফোর্ট উইলিয়াম স্কুল

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com